

\$0?%-\$0\$0

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং ৭৩৪০১৩ রেজিঃ নং ২১১৫৪

সংহতি ঃ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির মুখপাত্র

প্রকাশক ঃ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং ৭৩৪০১৩

প্রকাশকাল ঃ

০৬/০৯/২০১৯

অফন্র বিন্যাস ঃ

শ্রী দেবাশীষ চক্রবর্তী ও শ্রী দিল্ বাহাদুর থাপা

Dr. Subires Bhattacharyya M.Sc., Ph.D. Vice-Chancellor University of North Bengal



UNIVERSITY OF NORTH BENGAL Accredited by NAAC with Grade A Website: http://www.nbu.ac.in E-mail: nbuvc@nbu.ac.in subires.bhattacharyya@gmail.com

Raja Rammohimpuo, P.O. Noeth Bengal University, Dr. Darjeeling, West Bengal, India, PIN 7344043 Phone 403535 2776 366 (O), 463535 2776 308 (R) = Fax : (0353) 2699 001

Date: 27th August, 2019

MESSAGE

I am glad to know that North Bengal University Employees' Association is going to publish the annual magazine 'SANHATI' to share the views and also to express the creative talents of the employees as well as other members of the University family.

I welcome the endeavour and extend my warm greetings to all the members of the NBU Employees' Association and wish the publication of 'SANHATI' a grand success.

Pain

Dr. Subires Bhattacharyya Vice-Chancellor

• •

.....

Sri. Sumon Chatterjee General Secretary North Bengal University Employees' Association University of North Bengal

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Accredited by NAAC with Grade A

Dr. Dilip Kumar Sarkar REGISTRAR Raja Rammohunpur P.O. North Bengal University Dist. Darjeeling, West Bengal PIN – 734 013



ENLIGHTENMENT TO PERFECTION

Phone: (0353) 2776-331 /2699008 Fax : (0353) 2776313, 2699001 Visit us at : http://www.nbu.ac.in Email : regnbu@nbu.ac.in regnbu@sancharnet.in

Date: 04.09.2019

Ref. 3989 /R-19

Message

Its gives me great pleasure to know that the North Bengal University Employees' Association is going to publish its yearly magazine "Sanhati" very shortly.

I hope that the employees will be able to share their views through this Magazine.

I convey my best wishes to all the members of the Association on the publication of the Magazine.

Registrar

সভাপতির বার্তা

বিশ্বাস হচ্ছে না কর্মচারী সমিতি ৫৩ বছর ধরে সমিতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সমিতির জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে সমিতির যে সমস্ত সদস্য/ সদস্যা তাদের পরিশ্রম ও ভালোবাসা দিয়ে তিল তিল করে বড় করেছেন এবং যে সমস্ত সদস্য/ সদস্যা আজও সমিতিকে রক্ষা করে চলেছেন, আপনাদের প্রত্যেককে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

দীর্ঘ ১৯ বছর পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আবার Council সভা অনুষ্ঠিত করতে চলেছি। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দারিয়ে এত বড় একটা সভা পরিচালনা করার সাধ থাকলেও সাধ্য আমাদের ছিল না, JCA এর দাবী দিবস উপলক্ষ্যে JCAএর সম্পাদক অঞ্জনদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। কথা প্রসঙ্গে অঞ্জনদা অনুরোধ করেন এবারের Council সভার দায়িত্বটা নিতে। কিন্তু অঞ্জনদাকে সরাসরি হঁ্যা বলতে পারিনি আবার নাও বলিনি। সেদিনের আড্ডায় সমিতির আরও ২/৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিল সেখানে। কিছুক্ষনের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত সমিতির সম্পাদক সুমন, কোন কিছু না ভেবেই সুমনের সামনেই আমি অঞ্জনদার প্রস্তাবটা রাখলাম। আর সুমন তৎক্ষনাৎ হেসে উত্তরটা দিয়েছিল অঞ্জনদা আমাকে রাজী করাতে পারেনি আর তোমাকে রাজী করিয়ে নিল। সেদিন আমরা যারা অঞ্জনদার সাথে আড্ডায় উপস্থিত ছিলাম তাদের প্রত্যেকের একটাই কথা ছিল, সবাই মিলে চেস্টা করলে আমরা এটা পরিচালনা করতে পারব। তারপর সমিতির সকল সদস্য/সদস্যার নিরলস প্রচেষ্টাতে আমরা এই Council সভা অনুষ্ঠিত করতে চলেছি।

সমিতি করতে গিয়ে একটা কথা উপলব্ধি করেছি - কর্মচারীদের লড়াই, আন্দোলন থাকবে, দাবীদাওয়া থাকবে, কিন্তু সবার সব দাবী-পুরণ করা হয়তো সন্ডব হয় না - কিন্তু সমিতির লড়াই চলবেই। আমাদের অরাজনৈতিক সমিতি কোন রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করতে শিখিনি।

এই সময়ে সমিতির দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে একটা জলজ্যান্ত সমস্যা আমরা লক্ষ্য করেছি, সেটা হল Casual, Contractual দের। বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ কম করে ৫০০ জনের কাছাকাছি Casual এবং Contractual কর্মী। সেটা এখন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সমিতির মাথা ব্যাথার কারন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় NAAC রেটিং এ Grade 'A' যেটা অর্জনের ক্ষেত্রে সবার সাথে Casual এবং Contractual স্টাফ্দের অবদানের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা Recruitment এর গল্প শোনা যাচ্ছে। আমি মনে করি সমিতির এখন এটাই একমাত্র দাবী হওয়া উচিৎ যোগ্যতা অনুযায়ী Casual এবং Contractual দের থেকে স্থায়ী পদে কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

আর Officer Recruitment এর ক্ষেত্রে 60-40 G.O. কে প্রাধান্য দিয়ে কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ পদগুলিতে কর্মচারীদের থেকেই Officer নিয়োগ করতে হবে।

একটা কথা না লিখে পারলাম না Watch & Ward Department এর সামনে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গাড়ী চুরি গেছে। সারা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে CCTV ক্যামেরার নজরদারীতে থাকে - সেখান থেকে গাড়ী চুরি! এটা কি কোন কিছুর ইঙ্গিত বহন করে।

যারা সমিতির গঠনমূলক সমালোচনা করে সমিতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে সমিতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে।

সর্বশেষে Magazine Sub-Committee কে সংহতি প্রকাশের জন্য এবং যারা এই পত্রিকাতে লেখা দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আশা রাখি আমাদের বার্ষিক পত্রিকা আগামীতে আরও সমৃদ্ধ হবে।

স্বপন দাস

সভাপতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি

সাধারণ সম্পাদকের কথা

যেভাবে দেখছি

ভাবনাটা ২০১৬ সালেই ছিল যে JCA এর সম্মেলন বা কাউন্সিল সভা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে অনুষ্ঠিত করার। প্রাথমিক ভাবে ঠিকও করা হয়েছিল সমিতির সূবর্ণ জয়ন্তি অনুষ্ঠানের মধ্যে JCA-এর সন্মেলনকেও রাখা হবে। JCA-এর সম্পাদক শ্রী অঞ্জন ঘোষ মহাশয় অনুরোধ পত্রও পাঠিয়েছিলেন, তা সমিতির কার্যকারি সভায় অনুমোদিত-ও হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ২০১৫-২০১৬ সালে JCA-এর সম্মেলন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত করতে পারি নি। কারন অপ্রকাশিত ভাবেই থেকে গেছে আজও, শুধু সমিতির কার্যবিবরনী লেখার সভাতেই। সেই না করা বিষয়, এবার কার্যরুপ পেল আমাদের সকলের সামগ্রীক প্রয়াসে। সেই দিন যিনি বলেছিলেন DA পাইনা তাই 'টাকা' দিতে পারবো না, আজ উনাকে বিনম্রভাবে জানাতে চাই, আজ, এ মূহর্তে, সেই সময়ের থেকে অনেক বেশি পরিমান DA আমরা পাচ্ছি না, সাথে, কর্মীবন্ধুদের Pay revision ও বাকী, কিন্তু, সমিতির সকল সদস্য একসাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছি JCA এর ১৪-তম কাউন্সিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত করার। আর, সমিতির সাধারন সম্পাদক হিসেবে আমার উপলব্ধী, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মীবন্ধুরা JCA-কেই এখনো আন্দোলনের হাতিয়ার বলেই মনে করে তাই সবাই মিলে যা অনুদান সমিতিকে এ বিষয়ে করেছে তা সত্যিই অভাবনীয়। নিজস্ব টাকা দেওয়া ছাড়াও যেভাবে অন্যদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে এ তহবীলে প্রদান করেছেন সেটিও অভাবনীয়। আমি সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগের জন্য। একটি informal আলোচনা যা শ্রী অঞ্জন ঘোষ, শ্রী স্বপন দাস, শ্রী গৌতম সরকার, শ্রী সুমিত চক্রবর্তী এবং পরবর্তীতে আমার সাথে হয়েছিল তার ফলশ্রুতি এই সভা এখানে অনুষ্ঠিত করা।

২০১৬ সালে সমিতির কক্ষ ভাঙ্গচুর, সমিতির সাধারণ সম্পাদককে শারীরিকভাবে হেনস্থা করা, আঘাত, Welfare Fund এর প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকা আটকে রাখা, সব কিছু করেও সমিতির অগ্রগতী আটকাতে পারেনি, সমিতি-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে কর্মচারীদের দাবী আদায়ের প্রথম এবং প্রধান মুখ।।

দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে সমিতি সবসময়েই বিক্ষোভ, আন্দোলনে সামিল। ২০১১-১২ সালের মাসব্যাপী লাগাতার অবস্থান, বন্ধ আমাদের সব দিক দিয়েই অনেক শিক্ষিত করে তুলেছে। শিক্ষাক্ষেত্রের Trade Union এর আন্দোলনের ধারাকে যে অন্যান্য ক্ষেত্রের Trade Union আন্দোলনের সাথে মিলিয়ে ফেলা উচিৎ নয় তা সমিতি অনুধাবন করেছে। 'বন্ধ অনৈতিক' - তা সমিতি মনে করে না বরং 'বন্ধ' - Trade Union এর অধিকার এবং এর সঠিক প্রয়োগ দরকার। বর্তমান সময়ে চাহিদা অনুযায়ী সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে সমস্ত কর্মচারী, আধিকারিক, শিক্ষক সংগঠনগুলির একটি সার্বিক ঐক্যমঞ্চ সংগঠিত করবার জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছে, যা আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যলয়ের বুকে আন্দোলনের সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করতে পারবে।

আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় উপাচার্য মহাশয়কে এবং মাননীয় নিবন্ধক মহাশয়কে আমাদের

'সংহতি' পত্রিকাটি প্রকাশ এবং ১৪-তম JCA কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত করার বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য। যে সকল ব্যাক্তি 'সংহতি'-তে লেখা দিয়ে 'সংহতি'-কে সমৃদ্ধ করেছেন এবং যে সকল ব্যাক্তি / প্রতিষ্ঠান সমিতিকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি সমিতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ধন্যবাদান্তে।

সুমন চ্যাটার্জী সাধারণ সম্পাদক এই সংখ্যায় কলম ধরেছেন…

প্রসঙ্গ : ট্রেড ইননিয়ন, অঞ্জন ঘোষ	5
আমার সন্তান যেন থাকে রসেবসে, জয়দীপ বিশ্বাস	8
গ্র্যাভিটি ট্রেন - মাত্র ৪২ মিনিটে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে পাড়ি, ডঃ অর্ঘ্য দাস	৬
অধিকার, সমীরন চন্দ্র দেবনাথ	20
বড় মাই, শ্রী অতুল চন্দ্র রায়	>>
মন্তকহীন একটি বৃক্ষ, জ্যোতি ডি রোজারিও	১২
আংসাঙ্গিয়া মতি, নরেশ চন্দ্র রায়	১৩
কর্মস্থল, শ্রী অতুল চন্দ্র রায়	26
প্রকৃতির টান, প্রতাপ ভট্টাচার্য্য	১৬
সুকান্তের প্রতি, উমা বর্মণ	১৮
টুক, মঞ্জু মুর্মূ	১৯
সুখ আর দুঃখ, মঞ্জু মুর্মূ	১৯
ফেলে আসা দিনগুলো, দেবাশীষ চক্রবর্তী	২২
ফাকতাল কাথা, নরেশ চন্দ্র রায়	২ ৫
দোষী, শন্ডু দাস	২৭
ঐক্য, পার্থ বিশ্বাস	٥७

প্রসঙ্গ : ট্রেড ইননিয়ন অঞ্জন ঘোষ সম্পাদক, জে. সি. এ.

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের উদ্যোগ ও আতিথেয়তায় পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের চতুর্দশ রাজ্য কাউন্সিল সভা আগামী ৬-৭ই সেপ্টেম্বর,২০১৯ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।এই উপলক্ষ্যে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ এ্যসোসিয়েশন যে স্মরণিকা উ্রকাশ করবে সেখানে লেখা দেওয়ার জন্য সংগঠনের সম্পাদক কমরেড সুমন চট্টোপাধ্যায় অনুরোধ জানান। পরিষদের কাউন্সিল সভা যে আবহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের সংগঠনের দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রাম ও অগ্রগতি যেহেতু সার্বিক পরিস্থিতি নিরপেক্ষ কোন বিষয় না তাই সেসব বিষয়ের চর্চা নিশ্চিতভাবেই কাউন্সিল সভ্যরা গুরুত্বের সাথে করবেন। বাড়তি পাওনা যেটা হবে যে, কাউন্সিল সভা উপলক্ষ্যে যে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে জ্ঞানচর্চায় ব্রতী আছেন এমন বিশিষ্ট অধ্যাপকদের সাথে সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী কনফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল কমরেড এম বি সজ্জনকেও আমরা আলোচক হিসাবে পাবো।তাই সেসব বিষয়কে আজকের আলোচনার উপজীব্য বিষয় হিসাবে তুলে না ধরে ভিন্ন কিছু আলোচনা করা যাক।

রবিবার ছুটির অবসরে পুরাতন কিছু ম্যাগাজিন থেঁটে দেখছিলাম।ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েসনের মুখপত্র 'আমাদের কথা' -র অক্টোবর, ১৯৮০ সংখ্যাটি আমার সংগ্রহে রেখেছিলাম মূলত: ১৯৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী কনফেডারেশনের সন্মেলনে কমরেড জ্যোতি বসুর ভাষনটি লিখিতভাবে এ সংখ্যায় মুদ্রিত আছে বলে।ভাষনটি অনেকবার পড়েছি, উপদেশগুলি বোঝার চেষ্টা করেছি, পরবর্তী সময়ে এই লেখাটির পুণর্মদ্রনও করা হয়েছে। কিন্তু আজ যে লেখাটিতে চোখ আটকে গেলো সেটা হচ্ছে , বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ৬-৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০-তে সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী কনফেডারেশনের জাতীয় এক্সিন্টিটিভে গৃহীত প্রস্তাবের রিপোর্টিং -এ। সমসাময়িক পরিস্থিতিতে এই লেখাটির প্রাসন্সিকতা বিচার করার ভার পাঠকদের উপর ন্যস্ত করে আজ থেকে ৩৯ বছর আগে সংগঠনের জাতীয় স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি হুবহু তুলে ধরলাম -''জাতীয় পরিস্থিতির দ্রুত অধ্যপতনে ও জনজীবনের কয়েকটি সমস্যা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের অসফলতাতে সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী কনফেডারেশনের জাতীয় এক্সিকিউটিভ গভীর উদ্বেগ প্রকাশের অবস্থা নৈরাজ্যজনক , বেকারী হতাশাব্যঞ্জক স্তরে উঠেছে এবং সারা দেশজুড়ে সাম্গ্রীন সরবরাহ অপ্রতুল ; আইন শৃঙ্খলার অবস্থা নৈরাজ্যজনক , বেকারী হতাশাব্যঞ্জক স্থের উঠেছে এবং সারা দেশজুড়ে সাম্প্র্যি সরবার ও জাতিগত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিক কৃষকদের বিক্ষিপ্ত আন্দোলন জনগণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভেরই প্রতিফলন।

কেন্দ্রীয় সরকার তার নীতির পরিবর্তন না ঘটিয়ে জনগণের সঙ্গে সংঘর্ষের পথই বেছে নিয়েছে একদিকে যখন নতুন করে জরুরী অবস্থা জারির খোলাখুলি কথাবার্তা শুরু হয়েছে , তখন কংগ্রেস(ই) পরিচালিত রাজ্যসরকারগুলি ইতিমধ্যেই অত্যাবশ্যক কাজকর্ম চালু রাখার আইন ও নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করেছে , যার উদ্দেশ্য হল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ।

আসামে সাম্প্রতিক আন্দোলনের অজুহাতে অত্যাবশ্যক আইনকে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা হলেও অন্যত্র এই আইনের ভয়াবহতা গোপন করার কোন সুযোগই পাচ্ছে না সরকার।জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন প্রতিহত করতে ভারত সরকার মিসা পুন:প্রবর্তন করতে যাচ্ছে বলে বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

কৃষক ও মেহনতী মানুমের ওপরে পুলিশী নিপীড়ন বাড়ছে। বর্তমানের মতো আর কখনও সমাজের দুর্বলতর অংশ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপত্তার এত অভাব বোধ করেনি , কারণ , সরকারের আইন রূপায়নকারী সংস্থাগুলি আইন ভাঙার ভূমিকা নিয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার প্রতিটি সরকারী ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।সরকারের প্রতিটি নীতি যেন বেকার বাড়াতে পরিকল্পিত হয়েছে। জাতীয় এক্সিকিউটিভ বিশ্বাস করে যে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই জনগণের জীবিকা ও স্বাধীনতার অধিকারে হস্তক্ষেপকে প্রতিহত করতে সক্ষম। সুখের কথা , দেশজুড়ে এই সংগ্রাম গড়ে উঠছে।

যে সমস্ত শক্তি জনগণের ঐক্য গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে, তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিকূল ও জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে এবং অগণতান্ত্রিক ও শ্রমিকশ্রেণী বিরোধী আইনগুলি বাতিল করার সংগ্রামে সামিল হতে জাতীয় এক্সিকিউটিভ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

স্বার্থান্বেমী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও গণসংগ্রাম ধ্বংস করতে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত উন্মাদনা সৃষ্টি করছে - এ বিপদ সম্পর্কে জাতীয় এক্সিকিউটিভ মেহনতী জনগণকে হুঁশিয়ারী দিচ্ছে।''

সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী কনফেডারেশনের আবির্ভাব ১৯৬৭ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে। হিসেব করে দেখুন উপরিল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ জাতীয় স্তরের এই সংগঠনে যখন গৃহীত হচ্ছে সেই সংগঠনের বয়স মাত্র ১৩ বছর।প্রশ্ন জাগে নবীন এই কর্মচারী সংগঠন নিজস্ব দাবি দাওয়ার আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক চেতনাকে উন্নত করতে চায় কেন, সামাজিক চেতনাকে সামাজিক শক্তিতে পরিনত করার লড়াইয়ের শিক্ষা পায় কোথায়?

এ প্রশের উত্তর খুঁজতে আমাদের ফিরে যেতে হবে আজ থেকে ১৫৫ বছর আগে। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আন্দোলনের দিশারী কার্ল মার্কস জার্মানীর কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই নির্দেশাবলীর একটি অংশ এখানে তাই উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে হলো। নির্দেশাবলীর সংকলন যে বইটি (মার্কস এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলি - ৫ খন্ড)- তে করা হয়েছে সেখানে এর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে - 'ট্রেড ইউনিয়ন - তাদের অতীত , বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'

ক) তাদের অতীত - পুঁজি হলো পুঞ্জীভূত সামাজিক শক্তি যেক্ষেত্রে শ্রমিক শুধু শ্রম-শক্তির অধিকারী। সুতরাং পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে চুক্তি কখনোই হতে পারে না ন্যায্য ভিত্তিতে, এমনকি যে সমাজে জীবনধারন ও শ্রমের বাস্তব উপায় জীবন্ত উৎপাদন-শক্তির বিরোধী তার দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ন্যায্য। শ্রমিকদের সামাজিক শক্তি নিহিত কেবল তাদের সংখ্যায়। কিন্তু সংখ্যায় শ্রেষ্ঠতার শক্তি হ্রাস পায় তাদের ঐক্যহীনতায়। শ্রমিকদের ঐক্যহীনতা গড়ে ওঠে ও টিকে থাকে তাদের নিজেদের মধ্যেই অনিবার্য প্রতিযোগিতার ফলে।

অন্তত সাধারন দাসের অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দেবে , চুক্তিতে এরূপ শর্ত আদায়ের জন্য এই প্রতিযোগিতা দূর করা অথবা নিদেনপক্ষে হ্রাস করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের স্বত:স্ফূর্ত প্রয়াস থেকে প্রথমে উদ্ভব হয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির। তাই ট্রেড ইউনিয়নগুলির অব্যবহিত কর্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল দৈনন্দিন প্রয়োজনে , পুঁজির অবিরাম আক্রমণ থামাবার প্রয়াসে , এককথায় - মজুরী ও শ্রম সময়ের প্রশে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির এইরূপ ক্রিয়াকলাপ শুধু আইনসঙ্গত নয় আবশ্যিকও । যতদিন উৎপাদনের বর্তমান পদ্ধতি টিকে থাকছে ,ততদিন তা এড়িয়ে যাওয়া চলে না । শুধু তাই নয় , সমস্ত দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকশ্রেণির সাংগঠনিক কেন্দ্র , ঠিক মধ্য যুগের মিউনিসিপ্যালিটি ও কমিউনগুলি যেমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুজোয়াদের কাছে সাংগঠনিক কেন্দ্র । ট্রেড ইউনিয়ন যদি প্রয়োজনীয় হয় পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে খন্ডযুদ্ধের লড়াইয়ের জন্য , তাহলে খোদ মজুরি প্রথাটাকেই ও পুঁজির ক্ষমতা ধ্বংসের জন্য সংগঠিত শক্তি হিসাবে তা আরো বেশি দরকার।

খ) তাদের বর্তমান - পুঁজির সাথে একান্তরূপে স্থানিক ও অব্যবহিত সংগ্রামে বড়ো বেশি ঘন ঘন লিপ্ত থাকায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি খোদ মজুরি দাসত্বের ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধেই সংগ্রামে কি শক্তি ধরে সে বিষয়ে এখনো তারা পুরো সচেতন হয়ে ওঠে নি। সেইজন্য সাধারন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তারা বড়ো বেশি দূরে সরে থেকেছে। তাহলেও ইদানিং তাদের ভেতর তাদের মহান ঐতিহাসিক ব্রতের চেতনা জেগে উঠেছে।দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংল্যান্ডে বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহন তার সাক্ষ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের নিজজেদের কাজের ব্যাপকতর বোধ রয়েছে এবং শেফিন্ডে টেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের বৃহৎ সন্মেলনে গৃহীত হয়েছে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত : 'বর্তমান সন্মেলন সমস্ত দেশের শ্রমিকদের একক ভ্রাতৃসঙ্ঘে মিলিত করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমিতির ক্রিয়াকলাপের উচিতমতো মূল্যায়ন করে এই সমিতিতে প্রবেশের জন্য এখানে বিভিন্ন যেসব সঙ্ঘের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে তাদের কাছে সনির্বন্ধ সুপারিশ করছে এবং এইটে ধরে নিচ্ছে যে সেটা সমগ্র শ্রমিক মানুষের অগ্রগতি ও প্রস্ফুরণে রীতিমতো সহায়তা করবে।'

গ) তাদের ভবিষ্যৎ - নিজেদের প্রাথমিক লক্ষ্য যাই থাকুক, এখন এগুলিকে শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ মুক্তির মহাকর্তব্য নিয়ে তাদের সাংগঠনিক কেন্দ্র হিসাবে সচেতনভাবে কাজ করা শিখতে হবে। সর্ববিধ যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এই অভিমুখে চলেছে তাকে সমর্থন করতে হবে তাদের। সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থের জন্য সংগ্রামী বলে নিজেদের গণ্য করে এবং কার্যক্ষেত্রে তদনুসারে কাজ চালিয়ে তারা নিজেদের পঙক্তিতে অসংগঠিত শ্রমিকদেরও টানতে বাধ্য। উৎপাদনের যেসব শাখার শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সবচেয়ে খারাপ, যেমন কৃষি-মজুর, প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য যারা একেবারে অসহায়, তাদের স্বার্থের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া তাদের উচিত। ট্রেড ইউনিয়নগুলির উচিত সারা বিশ্বকে এইটে দেখানো যে তারা লড়ছে সংকীর্ণ আত্মপরায়ণ স্বার্থের জন্য নয়, কোটি কোটি নিপীড়িতের মুক্তির জন্য।

ট্রেড ইউনিয়নের ইতিকর্তব্য নির্ধারনে মহান দার্শনিক কার্ল মার্কসের ঐ কালজয়ী নির্দেশকে ধ্রুবতারা করে আমাদের পেরোতে হবে অনেক পথ, অতিক্রম করতে হবে দুর্লঘ্ন বাধা । বাধা শুধু বাইরে থেকে আসে না , আসে ভেতর থেকেও। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীরা শিল্প বিরোধ আইনের আওতাভুক্ত নয় , ফলে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নেই - এই মর্মে আদালতে এফিডেবিট দিয়ে শিক্ষাকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছিল সত্তরের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারীদের একাংশের পক্ষ থেকে। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি গজেন্দ্র গাদকারের এক রুলিং-এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীরো ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ফিরে পান। শুধু তাই নয় মন্দিরে কর্মরত পুরোহিতদের জন্যও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত হয়েছিল। আজ রাষ্ট্রশক্তি আইন সংশোধন করে মেহনতী মানুষের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারগুলিকেই কেড়ে নিতে চাইছে। শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব যুথবদ্ধতাকে নিশানা করা হয়েছে ধর্মের জিগির তুলে খন্ড খন্ড করার নতুন নতুন চক্রান্তের আত্রয় নিয়ে। কি রাজ্যস্তরে কি জাতীয় স্তরে আমাদের এই শিল্পভিত্তিক মিলিত শক্তি প্রচন্ড এই বহুমাত্রিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নিতান্তই অপর্যাপ্ত । বৃহত্তর প্রতিরোধ মঞ্চ গড়ে তোলার জন্য আন্থরিকভাবে তাগিদ অনুভব করছি তো ?

আমার সন্তান যেন থাকে রসেবশে

জয়দীপ বিশ্বাস

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে" এমন আশীর্বাদ বাণী আজকাল বোধহয় কেউ আর সাহস করে বলে না! কারণ, সন্তান দুধ গিলতে চাইবে কিনা, সেটাই মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন! আবার আমরাও সন্তানকে দুধভাত খাওয়াতে চাইব কিনা সেটাও বিলিয়ন ডলার সিদ্ধান্ত। এরচেয়ে বরং দুধ মাখা ভাত কাকে খায় তো খাক। কারণ, দুধে ভেজাল! আগেকার দিনের মতো ঊধস নিংড়ানো সফেদ ফেনিল ঘন দুধের দিন "নিশিশেষের তারার মতো" গত হয়েছে। বাজারে এসেছে প্যাকেট-জাত টোন্ড মিল্ক। ভিমড়ি খেলেও, একমাত্র রাজহাঁসই পারবে সেই দুধ থেকে জলকে আলাদা করতে! তাছাড়া আজকাল মাঠ ভরা সবুজ ঘাসের বড়ই আকাল। ফাঁকা জমি মানেই সেখানে নানাকিসিমের স্বপ্নের ফ্র্যাটবাড়ি উদ্ভিদের মতো রাতারাতি গজিয়ে উঠছে। চাষযোগ্য জমিও নানা অছিলায় জমি শিকারির সহজ শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোমাতাদের ভয়ঙ্কর অবস্থা। প্রায় সব চালই বাসমতী। অথচ ভাতের-মাড়ের ঘনত্ব নেই! তরি-তরকারির খোসায় রাসায়নিক সারের গন্ধ। শরৎচন্দ্রের "মহেশ"রা ঘরোয়া খাবারের এবং সবুজ ঘাসের আশা ছেড়ে, ফাস্টফুডের মতো বিচিত্র সব গো-খাদ্য খেয়ে, ইঞ্জেকশনের খোঁচা খেয়ে প্রাণ সঁপে দিয়ে, পেট ভরিয়ে দুধের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। সেই দুধে না আছে স্বাদ, না আছে গন্ধ, না পড়ে হাল্কা হলদেটে অথচ পুরু দুধের সর। পাটীগণিতের পিতা-পুত্রের বয়স নির্ধারণ করবার অংকের মতো, মনে করে নিতে হয় যে দুগ্ধ পান করছি। সেই দুধের সাথে যদি চাল ফোটানো হয়, তাতে না হয় পায়েস, না হয় দুধভাত, অথবা ফেনা-ভাত! সুতরাং আমার সন্তান যদি এইধরনের "দুধ্বে ভাতে" থাকে, তবে পেটের ব্যারাম অবধারিত। পরিণাম- গ্যাস, অ্যাসিড, চোঁয়াটেঁকুর, বুকজ্বালা, কোষ্ঠকাঠিন্য। ঝুনো নারকোলের মতো মুখটা তখন পেটের আয়না! স্থানীয় ডাক্তারের মাসদুয়েকের গবেষণা-মূলক কোর্স। পরিণাম-হতাশা এবং বিরক্তি। সংসারে খিটিমিটি। খাদ্যরসিকের বাসনা কিন্তু অতৃপ্ত রসনা। মেনু কার্ডের একাঙ্ক নাটিকা মঞ্চে কাঁচকলা, পেঁপের প্রবেশ, অ্যানিম্যাল প্রোটিনের প্রস্থাণ। বিদূর, শকুনির সাথে শলাপরামর্শ। অ-স্থানীয় ডাক্তারের খোঁজে দাক্ষিণাত্য অভিযান! গলগল করে কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্ক-আকাউন্টের স্বস্তির নিঃশ্বাস, বিপক্ষের পৌষমাস, আত্মপক্ষের নাভিশ্বাস!

বরং যদি এমনটা বলা যায় – "আমার সন্তান যেন থাকে রসেবশে"- তবে মন্দ হয় না! দিনকাল যা পড়েছে তাতে আজকাল মানুষ আর রসের বশে নেই। বশীকরণের বশে রস গুকিয়ে গিয়ে গুধু কষ ঝরে পড়ছে। বশীকরণের নানান উপকরণ হাতের নাগালে কিল্বিল্ করছে। স্মার্টফোন, ফেসবুক, হোয়্যাটস্ অ্যাপ, গার্ল ফ্রেন্ড, দামী দুচাকা, চারচাকা, নামী দামি রেস্তোরাঁ, ফাস্ট-জাল্ক-ফুড, পকেটে ডেবিট, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাল্ক-ব্যালান্স, রং বেরঙের পানীয়, পরকীয়া। সব আছে তবু কি যেন নেই। মরুভূমিতে মরীচিকা! চারপাশে উইসেইন বোল্ট আর জ্যাস্টিন গ্যাল্টিনের দৌড় প্রতিযোগিতা। পয়সা ফেকো তামাশা দেখো। নাগরদোলার চাকায় উঠছে নামছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে গুধু উদ্বেগ, ভয়, উৎকণ্ঠা ডেইলি প্যাসাঞ্জারের মতো মস্তিষ্কের ভেতরে চলাফেরা করে। মনের মধ্যে "রাজার অসুখ"। রাতের ঘুমের কপিরাইট নিদ্রাহীনতার হাতে। দুঃস্বপ্লের তাড়া খেয়ে আঁতকে উঠতেই ঘুম ভাঙানোর অ্যালার্ম বেজে ওঠে। চোখে ঘুম, শরীরে আলসি, মনে জড়তা। আদ্রিনালিন, পিটুইটারি গ্রন্থিতে অহেতুক রাসায়নিক বন্যা। শরীরের দফারফা। এঁচোড়ে পাকা বার্ধক্যের হামাগুড়ি প্রবেশ শরীরে এবং মনে। মুখের ক্যানভাসে চিন্তার জটিল পেলিল ক্ষেচ। অকাল পর্ক ছুল, দাঁড়ি, গোঁফ। যৌবন ধরে রাখবার খরচ পেট্রোলের

দামের মতো অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে বাড়তেই থাকে। ট্র্যাজিক নাটকের নায়কের মতো স্ফুর্তি, আনন্দের প্রস্থাণ। পরিণতি, লাফিং ক্লাবের সদস্য পদের জন্য রাতজেগে লাইনে দাঁড়ানো। এই জোয়াড়-ভাঁটায় দুধ-ভাতের জায়গা কোথায়! দরকার একটু রসের বশে জীবন কাটানো। কিন্তু সে রস যেমন তেমন হলে চলবে না। করুণ রস তো নৈব নৈব চ! রস হতে হবে চাকভাঙ্গা মধুর মতো, শীতকালের টাটকা খেঁজুর রসের মতো। সরসতায় টইটম্বুর, সজীবতায় ভরপুর।

আজকাল পাড়া কাঁপানো, পিলে চমকান, যাত্রা-মঞ্চের প্রাণখোলা রাবণ-হাসির বড়ই অভাব। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের দাপটে ইদানীং সবাই মনে মনে হাসে, চেপে হাসে, মেপে হাসে। যেন এটাও যুগের চাহিদা! অবশ্য নিন্দুকেরা বলেন, মাপা হাসিতে একধরনের বনেদিয়ানা থাকে, যেটা আপনার ব্যাক্তিত্ব বাড়াবে। কিন্তু প্রাণ খুলে না হাসবার অনেক বিপদ। চাপা হাসির ভয়ন্ধর নিম্নচাপে বুকফেটে, গাল, চোয়াল ফেটে হাসি সুনামির মতো বেরিয়ে পড়লে ঝামেলার একশেষ। ফেটে যাওয়া যায়গাগুলোকে মেরামত করতে ব্যাপারটা প্লাস্টিক সার্জারি পর্যন্ত গড়াতে পারে। এদিকে রসিকলাল সৃষ্টিকর্তা ওপর পাটি এবং নীচের পাটি দাঁতের সামনেই দুটো ঠোঁট দিয়েছেন। ঠোঁটদুটো যেন দাঁতের মাফলারে! মাফলারের আবরণ থেকে দাঁতের সারি বের হলেই আবার দাঁতে ঠাগু লেগে যাবার ভয় থাকে! কিন্তু তাতে ঘাবড়ে গেলে চলবে না! ফেস বুকে হাসি ফেসভ্যালু বাড়াবে। মুখের মাংশপেশীর সংকোচন প্রসারন মনের বার্ধক্যকে ঠেকিয়ে রাখবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের অঢেল আদানপ্রদান ফুসফুসে কালবৈশাখী ঝড় তুলবে। ঝিমিয়ে পড়া রেযেন্ডলোতে লাগবে জবরদন্ত স্পার্ক। মনের ভেতরে বাদুড়-ঝোলা মনখারাপগুলো হাসির দমকে উড়তে গুরু করবে। শরীর মন বৃষ্টি-ধোয়া গাছের মতো সজীবতায় চনমনে থাকবে। যেন কোন সমস্যাই সমস্যা নয়। গুধু হাসির রসে মন ভিজিয়ে চিরকুমার সভার আজীবন সদস্য হয়ে থাকতে পারবে।

"অবাক জলপান"-এর জলের মতো রসের যোগানও নানারকমু। পৃথিবীর রান্নাঘরে ফলের রস, কথার রস, হাসির রস, দেহের রস, মনের রস, সাহিত্যের রস, গানের রস, ভালবাসার রস প্রাকৃতিক সম্পদের মতো সঞ্চিত আছে। এছাড়াও মিলবে অম্ল রস, কষা রস, তিজ্ঞ রস। তবে অস্লরসে অস্লশূল, কষা রসে কলটিপেশন, আর তিজ্ঞ রসে তিক্ততাই বাড়বে। চাই শুধু ফুলের ভেতর থেকে মৌমাছি, প্রজাপতির মতো গুঁড় ডুবিয়ে সেই মধু-রস টেনে নিয়ে জীবনকে রসসিক্ত করে তোলা। "যেমন সাপিনীকে পোষ মানায় ওঝা", তেমনই রসকে বশ করে রসিক। সোমরস পান করে যেমন বিবশ হওয়া যায়, তেমনই হেমলক পান করে অবশও হওয়া যায়। পৃথিবী নিজেই রসভান্ডার। শুধু রসিক জানে রসের খোঁজ। কবিকে অনুসরণ করে কাব্য করা যায়, ঘুমিয়ে আছে সকল রসিক সব মানুষের অন্তরে। শুধু সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠি দুটোর যায়গা বদল করে দিলেই সেই রসিক-মধুকর জেগে উঠবে। এই জাগিয়ে তোলার জন্য কোন ক্রাশা-কোর্স নেই। থাকার মধ্যে আছে শু সিঁধকাঠি। সেটি দিয়ে নিজের মনের ভেতরের মনখারাপের বন্ধ দরজা জানালাগুলোকে খুলে দিতে হবে। যাতে কিনা আনন্দ-উচ্ছল মুহুর্তগুলো মনখারাপের জগদ্দল পাথরগুলোকে চিরতরে ভ্যানিশ করে দেবে। আর আমার সন্তানও রসেবশে থাকতে পারবে।

Ć

**

গ্র্যাভিটি ট্রেন - মাত্র ৪২ মিনিটে পৃথিবীর মেকোন প্রান্তে পাড়ি ডং অর্ঘ্য দাস

২১-শতাব্দীর শেষে, রাসায়নিক যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর বেশীরভাগ জায়গাই বাসের অনুপোযোগী হ'য়ে পরেছে। টিকে আছে মাত্র মানুষের বাসোপযোগী দুটিস্থান - ইউনাইটেড ফেডারেশান অফ ব্রিটেন (পশ্চিম ইউরোপ) এবং কলোনি(অস্ট্রেলিয়া)। অর্থনৈতিক মন্দা, জনসংখ্যার বিস্ফোরণের মত নিত্যদিনের হাজার সমস্যায় জর্জরিত সাধারন থেঁটে থাওয়া কলোনির অলেক মানুষ ইউনাইটেড ফেডারেশান অফ ব্রিটেনের বিভিন্ন কলকারথানায় কাজ করেন। এরা "দ্যা ফল" ("The Fall") নামে একটি বিশেষ গাড়ীতে চরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সূড়ঙ্গপথে নিত্য যাতায়াত করেন। এই পটভূমি আমরা দেখতে পাই, লেন ওয়াইসম্যানের নির্দেশনায়, ২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া, বিজ্ঞানভিত্তিক অ্যাকশন চলচ্চিত্র 'টোটাল রিকল' –এ।

'টোটাল রিকল'–এর এই বিশেষ গাড়ী, "দ্যা ফল"–এর ধারনাটি কিন্তু নতুন নয়। প্রায় চারশো বছর আগে ১৭–শতাব্দীতে, প্রখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক্, স্যার আইজ্যাক নিউটনকে লেখা একটি চিঠিতে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কাল্পনিক সোজা সুড়ঙ্গপথে কোন বস্তুর গতিবেগ সম্মন্ধীয় একটি গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন। ১৯–শতাব্দীতে, প্যারিস একাডেমি অফ্ সাইন্স, "গ্র্যাভিটি টেন" নামে একটি বিশেষ ধারনা, প্রকল্প হিসাবে উপন্থাপন করে। ১৯৬০ সালে পদার্থবিজ্ঞানী পল কুপার এই ধারনাটিকে, নতুন মোড়কে আমেরিকান জার্নাল অফ ফিজিক্সে গবেষনা পত্র আকারে প্রকাশ করে, ভবিষ্যত পরিবহণ পদ্ধতি রূপে ব্যাখ্যা করেন।

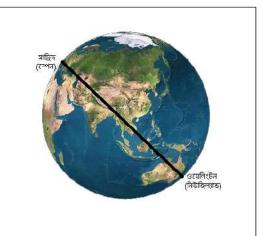
ি বিস্তারিত আলোচনার আগে প্রথমেই জানা দরকার, কি এই "গ্র্যান্ডিটি ট্রেন"? এক কথায় "গ্র্যান্ডিটি ট্রেন" হ'ল পৃথিবীর ভিতর দিয়ে সোজা

৬

সুড়ঙ্গপথে যেকোনো দুই প্রান্তে যাতায়াত করার একটি তাম্বীয় পরিবহণ পদ্ধতি। সহজতাবে বলতে গেলে, যদি কোনো ব্রেকহীন গাড়ী, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ থেকে সুরঙ্গপথে সোজা নিচের দিকে গড়িয়ে যেতে থাকে তথন পৃথিবীর অভিকর্ষীয় বলের প্রভাবে, রোলার কোস্টারের মত এটির গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর কেন্দ্রে, এই ব্রেকহীন গাড়ীর গতিবেগ সর্বোচ্চ হবে। পৃথিবীর কেন্দ্র অতিক্রম করার পর, বিপরীত অভিকর্ষীয় বলের প্রভাবে, এটির গতিবেগ ক্রমশঃ কমতে থাকবে। কিন্ডু গতি জাড্যের কারনে (সুড়ঙ্গপথের আভ্যন্তরিন পরিবেশের ঘর্ষনজনিত বাধা উপেক্ষা করলে) এটি পৃথিবীর (সুড়ঙ্গের) আরেকপ্রান্তে পৌছে যাবে। সেই মুহুর্তে, গাড়ীটির গতিবেগ শূন্য হ'য়ে সুন্দর ভাবে থেমে যাবে।

"গ্র্যান্ডিটি ট্রেন"-এর একটি চমকপ্রদ ব্যাপার হ'ল, এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর থেকোলো দুইপ্রান্তে সুড়ঙ্গপথে যাওয়ার সময় প্রায় ৪২ মিনিট। পৃথিবীর আকার যদি প্রকৃত গোলক ধরা হয়, তাহ'লে ভূপৃষ্ঠের যেকোনো দুইপ্রান্তে, পৃথিবীর ব্যাস বরাবর বা জ্যা বরাবর (যে কোনো দুরত্ব) যেভাবেই হোক না কেনো সুড়ঙ্গপথে একদিকে যেতে সবসময়ই ৪২ মিনিট ১২ সেকেন্ড লাগবে। অর্থাৎ এই সুড়ঙ্গপথের ভ্রমনকাল যাত্রাপথের দুরত্ব কিম্বা গাড়ীর আকারের উপর নির্ভর করবে না।

যদি কল্পনা করা হয়, পৃথিবীর একপ্রান্তে অবস্থিত স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ (অক্ষাংশ: **৪০**°২৪'০" উত্তর, দ্রাঘিমাংশ: ৩°৪১'০" পশ্চিম) ও আরেকপ্রান্তে অবস্থিত নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটন (অক্ষাংশ: ৪১°১৭'১১" দক্ষিন, দ্রাঘিমাংশ:



১৭৪°৪৬'৩৪" পূর্ব)-এর মধ্যে একটি সুডঙ্গ করে "গ্র্যান্ডিটি উেন" চালাবার

ব্যবন্থা করা হ'লো। এই দুটি দেশ পৃথিবীর দুই বিপরীত প্রান্তে এমনভাবে অবস্থিত যে, দুইদেশের মধ্যে যোগাযোগকারী সুড়ঙ্গপথ, পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে যাবে। ভূপৃষ্ঠ বরাবর এই দুই দেশের দুই শহরের ন্যূনতম দূরত্ব প্রায় ১২,৪০০ মাইল। মাদ্রিদের গ্র্যাভিটি টেনের স্টেশনে স্থির অবস্থা (০ মাইল/ঘন্টা) থেকে টেনটি যাত্রা শুরু (অবাধ পত্তন) করে সোজা সুড়ঙ্গপথে ওয়েলিংটন স্টেশনের দিকে যেতে থাকবে। পৃথিবীর কেন্দ্রে ট্রেনটির ঘন্টায় গতিবেগ হ'বে প্রায় ১৭,৬৭০ মাইল। টেনটির সোজা সুড়ঙ্গপথে প্রায় ৭,৯২০ মাইল অতিক্রম করে ঠিক ৪২ মিনিট ১২ সেকেন্ডে নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন স্টেশনে পৌছাবে।

পদার্খবিজ্ঞানী পল কুপার "গ্র্যাভিটি উেন"-কে ভবিষ্যত পরিবহণ ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করলেও তাঁর এই মতের বিপক্ষে, যথেষ্ট বিতর্ক আছে। মুলতঃ দুটি প্রধান কারনে "গ্র্যাভিটি উেন"–এর ধারনাটি বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ পৃথিবীর কেন্দ্রের গলিত লাভার তাপমাত্রা আনুমানিক প্রায় ৫,৫০০° সেলসিয়াস এবং চাপ আনুমানিক প্রায় ৩৫ লক্ষ বায়ুমন্ডলীয় চাপ। এই তাপ ও চাপ সহ্য করার মত কোন পদার্থ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে "গ্র্যাভিটি ট্রেন" পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে যেতে গেলে এটি সাথেসাথে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ সুড়ঙ্গপথের বায়ুমন্ডলের ঘর্ষনজনিত বাধা আর একটি প্রধান সমস্যা। এটি পৃথিবীর অভিকর্ষীয় বলকে প্রতিহত করে "গ্র্যাভিটি <mark>ট্রেন</mark>"–কে অকেজো ক<mark>রে</mark> দেবে। চাঁদ বা অন্য গ্রহ-লক্ষত্র যেথানে বায়ুমন্ডল নেই, সেথানে এই সমস্যা হবে না। এই সমস্যা সমাধান করার একমাত্র পথ পুরো সুডঙ্গপথটি বায়ুশূন্য করা। এটি করতে যে শক্তি প্রয়োজন, তা এক কথায় অসম্ভব। তাছাড়া পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে "গ্র্যান্ডিটি ট্রেন" চলাচলের উপযোগী সুড়ঙ্গ থুঁড়ত্তে কয়েকশ বিলিয়ন কিউবিক ফুট আবর্জনা উৎপন্ন হবে। এই আবর্জনা সরাতে মহা সমস্যা দেখা দেবে।

Ъ

সুতরাং, পরিশেষে বলা যায় যে, বর্ত্তমান পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে "গ্র্যাভিটি টেন"-এর মতো একটি তাম্বীয় পরিবহণ ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করা এক কথায় অসম্ভব। কিন্ধ্র তবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে যদি কোলোতাবে পৃথিবীর ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরী করা এবং ঘর্ষনজনিত বাধা প্রায় সম্পূর্লরূপে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়, তাহলে এক ঘন্টার তিন-চতুর্থাংশ সময়ে পৃথিবীর যেকোনো দুরত্বের দুই প্রান্তে "গ্র্যাভিটি টেন"-এ থুব সামান্য জ্বালানী থরচ করে যাওয়া সম্ভব হবে। তথন পৃথিবীর দুরত্ব আরও অনেক কমে আসবে, সময়ের অপচয় রোধ হবে, দুর্ঘটনার প্রবনতা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে এবং সর্বোপরি জ্বালানীর ব্যাপক সাশ্রয় হবে।

তথ্যসূত্র- https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_train

2

অধিকার সমীরন চন্দ্র দেবনাথ

রক্ত আজ বড় অসহায় কাউকে কাঁদায় আবার কাউকে হাসায় কখনো সে নীরবে বয়ে যায় আবার প্রতিবাদী হয়ে, বাঁচার হিসাবের ঝড় ওঠায়। আজ গর্জে উঠেছে রক্ত, হিসেব চাইছে আর নয় - এবার সে জেগে উঠেছে আর ঝরতে চায়না সে দেহ থেকে শিরা উপশিরারা রাগেতে ফুঁসছে। রক্ত বলছে, দেহ আমার - বলছি বারবার অধিকার আছে আমার, দেহে থাকার দেহ যে মন্দির, আর ঝরতে চায় না সে - পণ করেছে ওদের কে দিয়েছে অধিকার, ঝরাবার। যারা আজ উল্লাসে দেহ থেকে রক্ত ঝরায় জীবন প্রদীপ যারা অকালে নেভায় আর ক্ষমা নয়, ঐ রক্ত শোষক পিশাচদের ওদের সমূলে উপড়ে ফেলে, ভালোবাসায় জীবন গড়তে চায় ।।

20

বড় মাই শ্রী অতুল চন্দ্র রায় সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অর্থ বিভাগ

মাইর মাও ভাত বারো, বারিসু বারিসু বোইসো। আজি চাইরটা ভাত বেসি দিসু। কেনে বেসি দিলেন ? খাবার বসিলে বুঝির পারিবেন। টেবিলোত বসিয়ায় - ওরে বাপরে হিখান আরো কি আন্দিছেন, ছোটো মাই ঢুলকি মারিয়া কয় কচুর পাতের ছে-কা আরো মাছের ভাজা। মুইও এলায় ভাত খাম। মুই কোনু না হয় বেটি কচুর পাতের নহায়, হিখান সুকাতির ছেকা। বাপরে এক বছর হোইল মুখোত চরে নাই। আহা! আজি খাওয়াটা ভালোয় হবে বোইরালি মাছের ভাজা আর সুকাতির ছেকা দিয়া। এক বছোরিয়া পুরানা সুকাতি, মাইর মাও কয় এক বছোরিয়া নাহয় দুই বছোরিয়া। গেলো বছর তমোরা যেইলা আনিসেন হুলা আছে ; এইলা মোক দিছিলো মোর শাশুরি মাও, এ বছর বাড়ি আসিবার সমাই। মার কাথা শুনিয়া মনটা কেমন হিয়াল হয়া গেল, গ্রামের বাড়ি থাকিয়া আসিবার সমাই মাও মোর কতো কি যে টপলা বান্দিয়া দিবে তার হিসাব নাই। সুকাতির ছেকা দিয়া মাখিয়া মাখিয়া জিউ ভিজিয়া ভাত খাইতে

ছেকা দিয়া মাখিয়া মাখিয়া জিউ ভিজিয়া ভাত খাইতে খাইতে মনটায় ভেসেরিয়া যাছে, বড় মাইর কাথা ফম পরিগেল, বাড়িত থাকিলে চাইট্যা খাইল হয়। দের বছর হোইল বড় মাইর বিয়াও হবার। খাইতে নাইতে উঠিটে বসিতে বড় মাইর কাথা ফম পরে, বেসিরভাগ বাজার

করিবার সমাই মুই যেইলা বাজার করিম ঐলা তামনলায় উয়ার খুবে পছন্দ। আর খাবার বসিলে ফম পরিবেই। মনটায় জানে সেলা মনটার ভিতরটা কি করে, বুকখান ফাটিয়া যাবার চায়, জিউটা বড়য় ছটফটায়। মাইর মাও মনে মনে অনুভব করিবার পারে কেনেনা উয়ায় মোর মুখখান ভালো পড়িবার পারে। কিন্তু কি আর করা যাবে ; যাইহোক মনের কন্ট মনোত বান্দি থোও ; আর মনে মনে কোও বড় মাই তোর কাথা মোর এতো ফম পরে কিতায় ? মোর বড়ো কন্ট হয় মাগো। I miss you beti I miss you.

তোর বাপ মন কান্দুরা ণ

মস্তকহীন একটি বৃক্ষ জ্যোতি ডি রোজারিও অর্থ বিভাগ

যে গাছের মাথাই নেই সে বাঁচবে কী ভাবে ? যদিও তার মূল রয়েছে মাটির গভীরে। কিন্তু কেউ মাটির দিকে তাকিয়ে দেখে না , সবাই ধরে নেয় যে সে অচল, কারন ছায়া যে দিতে পারছে না সে, পাছে ঝড়ে বাড়ির দেওয়াল ভাঙে। কিন্তু কোন এক বসন্তে তাতেও ফুল এসেছিল। আজ পাতা নেই তাতে কি হয়েছে, জীবন তো আছে, শেষ তো হয়নি। আংসাঙ্গিয়া মতি নরেশ চন্দ্র রায় মুদ্রণ বিভাগ

ঈশ মোর কি আংসাঙ্গিয়া মতি, চিন্তা ভাবেনা করিতে, দেখিতে দেখিতে হোকোর দোকোর হাউক দাউক দিনকাল সুলটুথ করি বিতিয়া যায়। বাপ ঠাকুরদার পৈত্রিক সম্পদ ধন দৌলত নাই পাম যে ঝট করি অংশর অংশ ভাগ নিয়া ধিরিস ধারাস হিকিরিম ডিকিরিম করি চাড়েয়া দিম। সবুরের গছত মেওয়া ফলে চাকরি খানে তামান ধীর মতি গতি না থাকিলে উড়ন্তি মতি চলন্তিকা মন আংসাং করিয়া দিনকাল কেনং ঢোসোতে বারোভেন্নিয়ার মতন কাটিয়ায় যায়। যার কাহ নাই তার ভগবান আছে, আইগে আই বাঘটাক হর গরুটায় খাইল।

মুই কমল পদ্মবন ডবা দহলা ঘোপ খোপ ঝোপ ঝাড় জঙ্গল ঢ্যাপের ফুল নাহ। আই বাই বড়াই বাপ মাওয়ের থওয়া নাম শ্রীমান কমলেন্দু মল্লিক, কাশীনাথপুর ধামত মোর জনমভিটা, এলা ইউনিভার্সিটিত মুদ্রণ বিভাগত চাকিনদার অফসেট ম্যাসিনম্যান মেসিন অপারেটর। কেনং মেসিন অপারেটর হামার সহ তত্ত্রাবধায়ক রায়বাবু ভালোয় ভালোয় জানে, মুই কমল বিনা অর গতি নাই, মোক নিয়ায় ঝিকাঝিকি উছুলা উছুলী বকবকানী। মোক নিয়ায় চিন্তামনির চিন্তা ভাবেনা সদায় ডাকায় সমঝায় কমলরে এই নাখাতি হোবে এনাখাতি করিবো এইনং এইনং করি যেন হয়। অয় কহিলে কি হোবে কতকক্ষণ ভূলিম ফম হারাম ভূল করিম সহ তত্ত্রাবধায়ক অয়অ টেরের খ্যাওটা হারেয়া ফেলায়, মোর যে আংসাঙ্গিয়া মতি ভূলভুলাইয়া মন।

মোক নিয়া কি পায় না পায় তাতে মোর কিভানী আয়ব্যয়, কামের হানি ভাতের ব্যয় ভিজা ভাতত নুনের ক্ষয় । তার উপুরা বিমল বিমলেন্দু দাস মারাত্বক অভিলাস আংসাঙ্গিয়া ব্যাপার নাহয়, অয় ঢেপঢেপিয়া ঢেরুয়া শাক বাশের ছেওয়ার আঙ্গালুর কুশি । অক কাজ করিবার দিলে অর পাছিলাত হাত দেওয়া মুশকিল একেবারে গমাসাপ ফোঁস । বিমলের জনমভিটা গোপালপুর ধামত, অয় মোর পঙ্গামারা ছলুয়া পরম বান্ধ্যব পটানীর মাষ্টার বোল্লে বোল্লেত মোটু পাতুলু মচুয়া উামত সৌগজনায় জানে । বোল্লের থান হামার মধুর শান্তির ধাম, খুলা মনের উদাসী হাসি মশকরা ফাইজলামি, যায় গেইসে তায় বুঝে মজা ঈশ হামার মতন কায় আছে ।

হোলীর আবীর খেলাত বকরা বাড়ীত হের খাবার যায়া মুই কমল চিৎফাটাৎ, কতয় চড় থাপ্পড় লাথগুড়ি নালা নকতদমার নংড়া কাদোমাটিয় নাকানী চুবানী খায়াও মোর হুশ হয়না। ঈশ মুই কি জাত বেহায়া, জাত বেজাতে থাকে জাত অজাত বেঠিকেয় হয়। ঈশ কতয় জনাক কতয় পট্টি নাগাও হর অমরা টেরে পায় না, অনুপ মুরমু রাইয়ের মধুমাখা বদনের চক্ষু ইশারা খুটখুট উদাসী হাসি সগায় মিলি আউকচা আউকচি ধরিবান্ধি কতয় বেইজ্জতি গালী দেয় হাসি দিয়া ফুরুৎ করি উড়ি দেও। যেদিন তকা কৈসে মোক অমরা নিমাই সন্যাস বানাবে ঐদিন তকা কনেক কনেক শুধুরাইছু, ঈশ মুই এলা কাশীনাথপুরের কতয় ভালো কমল।

ঈশ মাও ধরিত্রি ধত্তিটা চলন্তিকা ডাবুলুং ডুবুলুং নাকানী চুবানীর জীবনযাত্রা, ঈশ ঈশ্বর এইনং চলন্ত

হাবুডুবু চক্ষুর ছিনিমিনি চয়েসফুল বস্তু জিনিষপাতি বানেয়া দিসে সৌগজনাক ভিটাবাড়ীত ভিটা করি বসত করির নাগে। ছাউনীর ভিতরত ছাউনী দিয়া ঢাকেয়া ঢুকিয়া সন্দেয়া রাখিসে, চোদ্দ ভুবন সাত সাগর সাত দ্বীপ আট গিরি। উপুরোত মেঘনা আশমান চন্দ্রাবতী তারা ভানু, আগতপাছত ডাইনা বায়া নদনদী নালা পাহাড় পর্ব্বত বনজঙ্গলী স্থাবর জঙ্গম, নীচোত ধত্তি আইয়ের উপর খাড়া হঞা খুশীমতন কামাই ধামাই ধান্দাবাজী রং তামাসা ফুর্ত্তি বাহাদুরীর দাদাগিরি ঈশ ঈশ্বরের কি অপার মহিমা।

এই চলন্তিকা হোদরানী হয়রানীর জীবনযাত্রা একনাগারী চলিতে চলিতে বদলী হঞা বদলীয় হয়, মালুম ক্ষনিকের ধান্দারী সবুরের বিরাম নাই । তারই বিচত মান অভিমান আহামরীর পালা বদলীর পালাটিয়ার রং পাচালী গীতগাও । ঈশ মুই কি ডের দিনকার নেতার পাছিলা বটুয়া ধরা ফতুয়া ঝালাউ ঝালাউ ঝকমকানী মকড় মকড় মচমচানী গা জ্বলানী জীবনযাত্রার ফরফরানী পকর পকরদাল্লী কাজা বাদশা। এইবাদে কি ইয়ার নাম কাচালিয়ার কোন্দলানীর কোন্দলীর মাও জগৎ সংসার তোর তোর মোর মোর মুইয়ে গটালায় মোর মতন কায় আছে, নিজের কাথা নকোই পরক কোলে যাবে সাত ঘরত ।

চলন্ত জীবনযাত্রাটা একটা অচঞ্চল জীবনযাত্রাক জাপ্টেয়া জামকটেয়া জামুরী না আগুলিলে নিত্য দিনকার গতি গতিহীন অগতিয় হয় । চলন্ত কিন্তুক অচঞ্চল ধীর স্থির ধীরেয় ঈশ্বর ভগবান, মুই আছ মোর বংশ আছে, বংশ ওলে অংশ পাম, অংশ নিলে ভোগ করিম, ভোগ করিলে ভোগের ভোগ ভগিবা হোবে, যেলা বাউ ভগিম সেলা কহিম ওহো ভগবান এলা মোর কি গতি । ভগবান ভোগ ভগী ভাগ ভাগ করিয়া করিয়া থুইসে আশায় আশার আশা মিটে না ।

আশা আকাষ্ণা কামনা বাসনা প্রেম পিরিতি ভালোবাসা লালসা খয়রাতি দক্ষিণা মতি সিরিতি শান্তি তৃপ্তি পুষ্টি তুষ্টি সপ্তমী অষ্টমী নবমী আঠারো বছরীয়া ড্যাকড্যাক ছনছন গাভুরী । এই গাভুরী নারীর মনমোহিনী মোহ বাদ দিয়া যদি দেহা নাড়ীর ইড়া পিঙ্গলা সুষুমা কুহু বারুনী অলন্ডুষা বিশ্বোদরী গান্ধারী চিত্রানীর পাছত হাটি চলিফিরি তাকাই দেহাতত্ত্ব আত্রাতত্ত্ব গুনত জড় জগৎ মানষিলা কিতায় দেবদেবী দেবতার ভগবানটাও ডর করি দিশাহারায় ফোতোকতোক টোকটোক করি অয় । হায় হোদোরুর দম কৈ, ভিতিরা নাড়ীর টান বাদ দিয়া করি বহিরা নারীর টানত উরুশ পুকুশ উথাল পাথাল ধাউসা ধাউসিত ভগবান হিয়াত বসিয়া জাগিয়া নিরলে নিরলত নিবারন নিবারীত ভবের কান্ডারী ভাবের ভাব স্বভাবত বানায়।

----00000----

কর্মস্থল

শ্রী অতুল চন্দ্র রায় সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অর্থ বিভাগ

ও আমার দরদি -উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা তোমার কর্মচারী তুমি মোদের কার্য্যালয়। নিয়োগ পত্র দিয়ে তুমি অস্ত্র কর দান -সেই সুত্রে কর্মক্ষেত্রে সপি মন প্রাণ। তোমার ভালবাসায় জীবন ধন্য হল ধন্য হে -তোমাতেই সৃষ্টি করি কত গন্য মান্য যে ।। সুখ দুঃখ কান্না হাঁসি বিসর্জন করে -আমার রূপ যৌবন সব দিলাম তোমার কর্মের ত্বরে।। ভাই বন্ধু, সহকর্মী স্বজন ছেরে যেতে হবে -কর্ম ফলের মুকুট খানা স্মৃতি হয়ে রবে। ও আমার দরদী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।। প্রকৃতির টান প্রতাপ ভট্টাচার্য্য স্বাস্থ্য বিভাগ

আমি এক সুন্দরের পথিকৃৎ তাই মন ভেসে চলে দূর থকে দূরান্তর যেখানে নেই কোনো আশা আকাঙ্খা শুধু আছে প্রকৃতির ভালোবাসা।

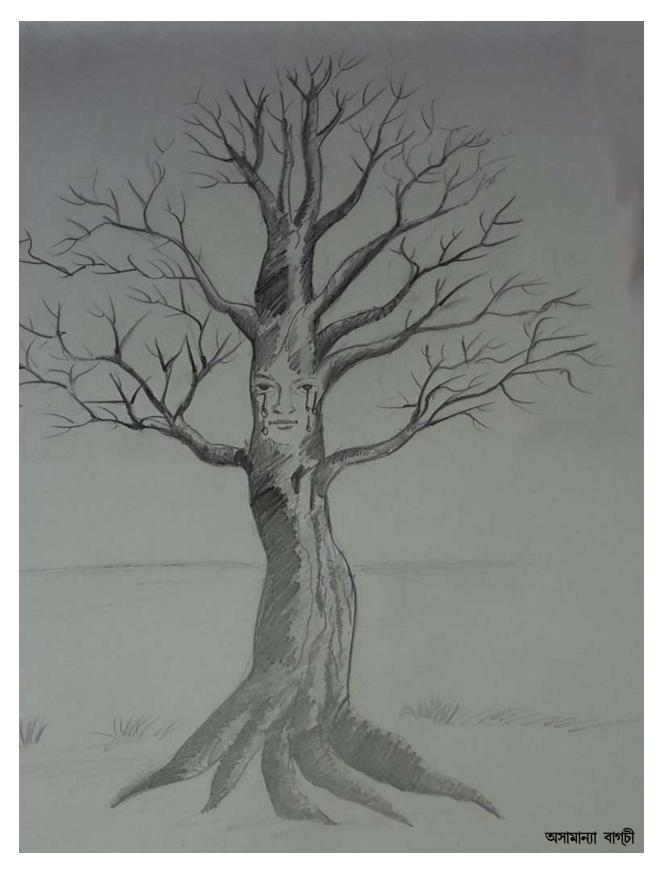
আমি ছুটে চলে যাই, ঐ প্রকৃতির টাজে কি সুন্দর কি মনোরম এই দৃশ্য যেন আপন করে নেয় মোরে।

চারিদিকে নদী, গাছপালা, পাহাড় দেখি, কত কিছুই না আছে এই প্রকৃতির কোলে আরো ভালো লাগে তখন যখন বসন্ত-র ছোঁয়া লাগে প্রাণে।

গাছে গাছে, ফুলে - ফুলে ভরা যেন নানা রঙের দোল লেগেছে বনে, কোকিলের মধুর সুরে ভোরে গেলো মন, আর তা ছড়িয়ে পড়লো দূর থেকে দূরান্তরে।

তাই চিরকাল যেন সুন্দর থাকে এই প্রকৃতি, কেউ যেন গাছপালা করে না নিধন, নদীগুলোর যেন হয় না শোষণ সুন্দর হবে, তবেই মানব জীবন।

১৬



'' সুকান্তের প্রতি '' উমা বর্মণ অৰ্থ বিভাগ

তোমার কবিতার প্রতিটি শব্দ হোক বিপ্লবের বীজমন্ত্র। বেঁচে থাকার বিশুদ্ধ পরিবেশ ও বাতাবরন। অন্যায়ের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে ঝলসিত খরমান।। দুঃসহ খরায় জ্বলে যাচ্ছে ইথিওপিয়ার কালো মানুষ। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ধ্বংস হয়েছে হিরোসীমা নাগাসাকীর সহস্র মানুষ। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় পরমানুর বিষাক্ত তপ্ত আগুনে হাত সেঁকে নিচ্ছে শান্তির মুখোস পরা দৈত্যের দল।

তোমার ''আঠারো বছর বয়স'' কবিতার প্রতিটি অক্ষর ছুটে যাক্ বিষ্ণু চক্রের মত।। দীর্ণ করুক বিভেদের-বিদ্বেষের-সন্ত্রাসের বিষাক্ত কালনাগিনীকে।

> তোমার দেওয়া ক্ষতে। আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু সূর্যোদয়ের পথে''।।

তুমি সূর্যের মতো দূরে থেকেও নেমে এসো তোমার শুভ বিপ্লবের বার্তা নিয়ে, প্রতিটি ভ্রনের প্রানের স্পন্দনে।। সমুদ্রের গর্জনে, পর্বতের গন্ডীরতায়, ভোরের বাতাসে...... তোমার বার্তা ছড়িয়ে পডুক, নবশতকের বিপ্লবীদের অভ্যন্তরে, শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে।।

''বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না

22

* (এই কবিতাটির দুটি কোটেশান সুকান্ত সমগ্র থেকে নেওয়া)

।। তাই তো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে -বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে ।।

নীল আকাশে মেঘের ভেলা শিউলি আর কাশের মেলা। সবার প্রানে পুলক জাগে হিমের পরশ অঙ্গে লাগে। মনের পাখী উঠল গেয়ে আগমনীর খবর পেয়ে। এলো পুজো ঘরে ঘরে এলো পুজো ঘরে ঘরে শিশির ভেজা নতুন ভোরে। আমরা আছি তারই মাঝে মাতল সবাই রঙ্গিন সাজে। সুখ দুঃখ জ্বালাই বাতি সংসারে সবাই থাকুক খুশি।

টুক মঞ্জু মুর্মূ স্বাস্থ্য বিভাগ

সুখ আর দুঃখ মঞ্জু মুর্মু স্বাস্থ্য বিভাগ

সাংসারিক কাজের বা বস্তুর জন্য দুঃখ ভগবান তার দিকে তাকায় না বা পরোয়াও করেন না। কিন্তু ভগবানের জন্য আমাদের যে দুঃখ ভগবান তা সহ্য করতে পারেন না। আমাদের জীবনের যত দুঃখ আর সুখ আমাদের তিনি স্বয়ং আবির্ভাব হয়ে সাধকের সকল দুঃখ নিবারন করে ফেলেন তিনি। যেমন ধ্রুব প্রহ্লাদকে করে ছিলেন।

ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে যে সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হয় তা আমাদের কল্যানের জন্য হয়ে থাকে।

সুখ-দুঃখ আমাদের ভাগ্যের ফল নয়, সুখ-দুঃখ আমাদের মুর্খতার ফল আমরা সবাই ভোগ করতে থাকি। সৎসঙ্গে থাকলে এই মুর্খতা আমাদের সকল জনের দুর হয়ে যাবে।

আমাদের দুঃখের কারন আমরা নিজে, অন্য কেউ নয়। যতদিন আমরা অন্যকে নিজের দুঃখের কারন বলে মনে করব ততদিন আমাদের দুঃখের শেষ হবে না। যেমন যে অন্যের কাছ থেকে সুখ চায় তাহাকে ভয়ংকর ভাবে দুঃখের সহ্য করতে হয়। দেখবেন আমাদের পরিবেশের মধ্যে কিছু লোকজন আছে, ভগবান যত সুখ দেয় তার থেকে অধিক সুখের চিন্তায় ব্যাস্ত থাকেন। তখন দেখবেন সেই যেন সুখের ইচ্ছা ধীরে ধীরে তাহার কাছ থেকে নিজের সুখের ইচ্ছা ত্যাগ হয়ে চলে যাবে তখন তাহার কাছে দুঃখ চলে আসবে। বলাই থাকে সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করানোর জন্যই দুঃখ আসে। যে দুঃখদায়ক পরিস্থিতিতে অপরের সেবা করে সে সুখের কোন ইচ্ছা করে না, সে সংসারের বন্ধন থেকে সহজে মুক্ত হয়ে যায়।

আমরা আমাদের নিজের সুখের জন্য উদ্যোগী হওয়ার অর্থ দুঃখকে আমন্ত্রন করে আনা আর অপরের সুখের জন্য উদ্যোগী হওয়ার অর্থ আনন্দের আহ্বান করা।

সংসারে যে শুধু নিজের সুখে যে সুখী তাহাকে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। আর যে ব্যাক্তিরা অপরের সুখেই সুখী তাহারা চিরকালের জন্য তার দুঃখ বিতারিত হয়।

আপনি এমন কি কাজ করেছেন আপনি এমন আপনার নিকটতম মানুষের কিছু উপকার করেছেন। আপনার মনের মধ্যে কোনো দিন ভালো-মন্দ মধ্যে তফাৎ বিচার করে দেখেছেন কে নিজ কে পর। যে নিজের শরীরকে আমি বা আমার মনে করা সকল দুঃখের কারন আমরা সকলে হয়ে থাকি।

বস্তুর অভাবে দুঃখ হয় না বস্তু লাভ হলে দুঃখ হয়ে থাকে। আশান্বিত বস্তুর দ্বারা দুঃখের নাশ হয় না। আমাদের কারনের জন্য মানুষের দুঃখ সৃষ্টি হয় আমাদের মানুষ জন্মের বিচারের মুক্তির অভাবেই হয়ে থাকে। বস্তুর অভাবে জন্য মানুষের দুঃখ হয় না। তার জন্য সু বিচার দ্বারা দুঃখকে বিনাশ করতে হয়।

সুখ নির্বিকল্পতায় ভোগের জন্য নয়। সংসারে যেখানে সুখের ও আনন্দের কোলাহল চলে, বিবেক বিচার সহকারে দেখলে আপনাদের বোঝা যাবে সেখানে দুঃখের দেখা মিলবে। কেন না এ মায়া মমতা বন্ধনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে সংসারে দুঃখের আশায়।

আমাদের কোন কিছু কথাবার্তা বা শব্দ শুনতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমরা যদি না শুনতে পেলে বা আমাদের মধ্যে দুঃখ লাগে, দেখার ইচ্ছা যাকে আপনি যদি তাহাকে না দেখলে আপনার দুঃখ লাগে কিন্তু শক্তি চাই আপনার শক্তিহীনতার জন্য আপনার দুঃখ লাগে। আপনার যৌবনের আশা আকাংখা তাই বৃদ্ধাবস্থার জন্য আপনার দুঃখ। তার অর্থ বস্তুর অভাব হয় না। আপনার ইচ্ছা কিন্তু তা চাইলে বা তা পাওয়ার অভাবে আপনার দুঃখ হয়।

আমরা সকলেই সংসারের সাথে সম্পর্ক রাখি এই সম্পর্ক আছে বলেই আমাদের সংসারে কোন দিনও আমাদের দুঃখের শেষ হয় না। অথচ আমাদের ভগবানের সাথে সম্পর্ক পাঠালে সুখ ও আনন্দের শেষ থাকে না।

আমাদের সুখ পেতে হলে অন্যকেও সুখ দিতে হয়। যেমন বীজ বপন করবে তেমন ফসল পাবে। যেখানে পার্থিব সুখ, বুঝে নিও সেখানে সমূহ বিপদ বিপদ।

এই সবকিছু পরমাত্রা। কিন্তু তা ভোগ্য নয়। যে তাকে ভোগ্য ভেবে সুখ পেতে চাই সে দুঃখ ছাড়া আর কিছু পায় না।

গৃহে গৃহে যদি এই ভাব থাকে আমাদের সকলের যে কি করে আমি সুখী হব তাহলে সকলে দুঃখী।

আর যদি এ ভাব সকলের থাকে যে অন্যের কি করে সুখ পাবে তবে সকলে সুখী হবে।

আপনি যদি দুঃখ না চান তাহলে আপনি সাংসারিক সুখ চেয়ে নিও না। অন্যের সুখী হোক এভাবে থাকলে সকলে সুখী হবে এবং নিজেও সুখী হবে। আমি সুখী হই এ ভাব থাকলে দুঃখী হবে এবং নিজেও দুঃখী হবে। সংসারে সাংসারিক সুখ চিরকাল না থাকার কারন তা আমাদের জন্য নয়। সুখ ভালো লাগে কিন্তু তার পরিনাম ভাল হয় না আমাদের কিন্তু আমাদের দুঃখ খারাপ লাগে কিন্তু তার পরিনাম ভাল হয়।

ভগবানের বিধান অনুসারে আমাদের জীবনের দুঃখ দায়ক পরিস্থিতি আমাদের সকলের কল্যানের জন্য আসে। তাই সে দুঃখ আমাদের সকলের মধ্যে আছে দুঃখকে মিটমাট করার চেষ্টা না করে আমরা শান্তি পূর্বক তাহাকে সহ্য করে থাকি। যে আমাদের জন্যে ক্ষতি করে বাস্তবে সে নিজের ক্ষতির দিকে এগিয়ে চলে বা করে। আর যে অন্যকে সুখী করে তুলে আসলে সে নিজেকেই সুখী করে। আমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে আসে আর যায় কিন্তু দুঃখ এলে প্রসন্ন বা মনের আনন্দ থাকা সব সময় আমাদেরকে হাসি সুখে থাকা উচ্চস্তরের সাধনা।

আমরা মানব জীবনে জন্ম গ্রহন করে আছি মানুষ রুপে এই পরিস্থিতি থেকে আমরা রেহাই পাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধিন হয়। কিন্তু সেবা উপভোগ না করতে পারলে অর্থাৎ তাতে সুখী দুঃখী না হওয়াতে মানুষ সর্বতো ভাবে স্বাধিন, সমর্থ ও শক্তিধর।

মানুম্বের যদি অনুকুলতা বা প্রতিকুলতার প্রভাব পড়ে ততদিন আমাদের কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ ইত্যাদি আমাদের কোন যোগ সিদ্ধ লাভ হয় না।

আমাদের প্রতিটি মানুষের পরিবারের সংসারে কখনো কাউকে দুঃখ দেয় না তার সাথে পাতানো সম্পর্কগুলি আমাদের দুঃখ দেয়। আমাদের সাংসারিক প্রাপ্তিতে তৃষ্ণা বাড়ে ও দুঃখ হয় কিন্তু পরমাত্রার প্রাপ্তিতে প্রেম বাড়ে ও আনন্দ হয়।

অনেক লোকজন শান্তির জন্য দান, পূন্য করে থাকেন কিন্তু দুঃখ ভোগকারী মানুষ সুখী হয় কিন্তু দুঃখ দানকারি মানুষ কখনো সুখী হতে পারে না।

দেখবেন যে কোনো সময় অনেকের তৃষ্ণা লাগে সময় মতো জল না পেলে আমাদের দুঃখ লাগে কিন্তু জলের পিপাসা মানুষকে দুঃখ দেয় কিন্তু মানুষকে জল দুঃখ দেয় না। তেমন সংসারের সুখের আশক্তিকে দেয় কিন্তু সংসারকে দুঃখ দেয় না।

সাঁওতালী ভাষায় কিছু প্রবাদ আছে -

''আ বাবা তাহে কান আয়ো তাহে কান ব্যয়োহার তাহে কান তালা অড়াক। আয়ো হোঁ গুর রেন বাবা হোঁয় ভিউদাঁড়ে এন ব্যয়ঁও হার আচুরেন কুঁডাম সাঁতে। এন খন গে দুঃখ আর সুখ দোঁ এহৌব বোক কান তাবনা না।'' ফেলে আসা দিনগুলো দেবাশীষ চক্রবর্তী মুদ্রণ বিভাগ

বৃষ্টিস্নাত অলস সকালবেলায় জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখতে দেখতে কানাইয়ের হঠাৎ তার ছোটবেলার স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে আসে - মন্দিরে রুপোর পৈতা দেওয়া পিতলের শিবমূর্তি যার সামনে প্রত্যেক দিন ভোগ দেওয়া হত, পিতলের বড় গোপাল, নারায়ন শীলা, তিনটে বাড়ি, বেশ কয়েকবিঘা চাষের জমি। সেই বাড়িগুলির মধ্যে একটি বাড়ি যেটির মাটির দেওয়াল ও চৌ-চালা ছিল তার চতুর্দিকে নারিকেল গাছ দিয়ে ঘেরা। সে একটি নারিকেল গাছ থেকে আরেকটি নারিকেল গাছে উঠে যেত। আবার কখনও স্কুল থেকে ফিরে গাছ থেকে কাঠাল পেড়ে গোটা কাঠাল নিয়ে খেতে বসে পড়ত। এখনও মনে পড়ে - তার বড়দাদা যাকে সে পিতৃসম শ্রদ্ধা করত ও ভালোবাসত, সে প্রজাদের থেকে খাজনা আদায় করত।

বাবা-মাকে তার মনে পরে না , কারণ মাত্র দেড় বছর বয়সে যখন তার মা মারা যায় ও তখনো নাকি মায়ের বুকের উপর শুয়ে দুধ খাচ্ছিল। আর ও এমনই অভাগা যে ওর বাবা, তার মা মারা যাওয়ার মাত্র এক বছর পরে অর্থাৎ ওর বয়স যখন আড়াই বছর বয়স তখন উনিও স্বর্গলাভ করেন।

ও ছোটবেলার থেকে ওর দাদার এবং আত্মীয়দের মুখে গল্প শুনে এসেছে যে ওর বাবা তখন অবিভক্ত বাংলায় রেলে চাকরী করতেন। রেল নিয়ে শিলিগুড়িতে আসতেন।

বড়দাদা যিনি ওর (কানাইয়ের) থেকে ২০ বছরের বড়, তার কাঁধেই ওদের পাঁচ ভাই-বোনের দায়িত্ব বর্তায়। ও (কানাই), ওর বড়দাদা, মেজ দাদা ও দুই দিদি। মনে পড়ে যায় যে বড়দাদা কি সুন্দর হরেক রকমের মিষ্টি তৈরী করতেন আর ও কাঁধে করে দুধের ড্রাম নিয়ে বাজারে দাদার দোকানে নিয়ে যেত যেখানে দাদা মিষ্টি তৈরী করতেন।

কানাই ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় বেশ ভালো এবং মনোযোগী ছিলো। সমস্ত ভাই-বোনের মধ্যে ও-ই বড়দাদা সুধীর কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের সবচাইতে বাধ্য ও প্রিয় ছিল। বড়দাদার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ও দাদার মুখের দিকে চেয়ে কোনদিন কোনো কথা বলেনি বা দাদার অবাধ্য হয়নি। ও যখন একদম ছোট তখনই ওর বড়দাদা বিয়ে করে ওর বৌদিকে নিয়ে আসে যাকে ও মায়ের মতন শ্রদ্ধা করত। তাই বৌদিরও সমস্ত কথা ও মেনে চলত।

কানাইয়ের মনে পড়ে যায় ফরিদপুর জেলার সেই গোয়ালন্দপুর হাই-স্কুলের কথা, যেখানে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল। ওর বড়দাদার এক জামাইবাবুর বাড়িতে থেকে, বড়দাদাই ওর ওখানে থেকে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এরপর শুরু হল পরবর্তী লড়াই বিভিন্ন কাজের চেষ্টা করা কারণ বড়দা ছোটবেলা থেকে মিষ্টির দোকান চালিয়ে এবং বাবার রেখে যাওয়া জমি-জমার থেকে যা আয় হোত তাই দিয়ে তাদের সমস্ত ভাই-বোনের যথা সন্ডব দেখভাল করে এসেছেন; এখন তার দায়িত্ব কিছু উপার্জন করে দাদার হাতে তুলে

২২

দেওয়া। ও প্রথমে বেঙ্গল কেমিক্যালস, তার পরে Sub-Registry অফিসে কাজ করত। সেখানে কাজের জন্য ফরিদপুরে থাকতে হত এবং সেখানে থাকার কোন ব্যবস্থা না থাকায় একটি স্কুলের বারান্দায় রাতে শুয়ে কাটাতে হত এবং একটি বাড়িতে ঐ বাড়ির ছেলে-মেয়েকে পড়ানোর সুবাদে ঐ বাড়িতে কিছু খাওয়ার ব্যাবস্থা হয়ে যেত।

একটি স্থায়ী পদে চাকরীর চেষ্টা করতে করতে সে Settlement Office-এ স্থায়ী পদে চাকুরী পেল, তখন তার কতই বা বয়স মাত্র ১৮ কি ১৯ বছর । কিন্তু চাকরীর সুবাদে এবার তাকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে মাদারীপুরে চলে যেতে হল। একবার বর্ষাকালে অফিসের কাজে ফরিদপুরে আসার সময় আড়িয়াল খাঁ নদীতে (পদ্মার একটি শাখা নদী কিন্তু বর্ষাকালে ভয়ম্বর) একটি লঞ্চের ঢেউয়ে তাদের নৌকা উল্টে যায়। একে তো বর্ষাকালের ভয়ম্বর নদী তারপর আবার রাতের অন্ধকার - এক ভয়ানক অবস্থা। তারপর তার সাথে এক পুরোহিত-ও ঐ নৌকাতে আসছিলেন যিনি সাঁতার জানতেন না। সে (কানাই) ভয় না পেয়ে পুরোহিতকে বলে তার কাঁধ ধরতে এবং সে একহাতে তার অফিসের কাগজপত্র রাখা ব্রিফকেস্ উঁচু করে ধরে আর এক হাত দিয়ে সাঁতরে নদী পার হয়ে ডাঙ্গায় আসে। এখনও সেই ভয়ম্বর রাতের কথা ভাবলে সে শিউরে ওঠে।

এদিকে সে যখন মাদারীপুরে Settlement অফিসে কাজ করে সেইসময় তার ছোটদিদি একটি অনুষ্ঠানে ১২ বছরের একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখে তার ভাইয়ের জন্য অর্থাৎ তার জন্য খুব মনে ধরে যায় এবং মেয়েটির বাবা-মাকে অনুরোধ করে তার ভাইয়ের জন্য বড়দাদার অনুমতি নিয়ে ওখানে তার বিয়ে ঠিক করে ফেলে।

একদিন হঠাৎ ওর (কানাই) কাছে ওর বড়দাদার একটি টেলিগ্রাম পৌঁছায় যে Urgent, Come Soon. ও ভাবে কি জানি - বাড়িতে কোন সমস্যা হল কি না? ও তারাতারি ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসে। আসার পর ওর দাদা ওকে বলে তোর বিয়ে যা তুই সবার সাথে চলে যা। ও অবাক হয়ে যায়। কিন্তু দাদার মুখের উপর কিছু বলতে পারে না, তাই আত্মীয়দের সাথে রওনা হয়ে যায়।

বিয়ে হয়ে যায় এবং দাদা-বৌদির কাছে নতুন বউকে রেখে ও আবার ওর কর্মস্থলে চলে যায়।

এদিকে বিয়ের কিছুদিন পরে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এলে বড়দাদা বলে ''এদিকে পরিস্থিতি ভালো না, তুই বরঞ্চ তোর বউ, দুই ভাস্তা (বড় ও মেজ) ও দুই ভাস্তিকে নিয়ে ভারতে যা। ওখানে গিয়ে তুই কোন কাজ-কর্মের ব্যবস্থা কর - তারপর আমরা ওখানে যাব।'' - কিন্তু কিছু বয়স্ক লোক ও পাড়া-প্রতিবেশীদের পরামর্শে দুই ভাস্তিকে ওখানে (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) রেখেই ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে কাকীনাড়াতে চলে আসে। শুনেছিল কাকিনাড়াতে নাকি ওর ছোটদাদা থাকেন, যিনি ওর বড়দাদার সাথে রাগারাগী করে অনেকদিন আগেই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল।

দাদার নিষেধ থাকা সত্বেও প্রতিকুল পরিস্থিতিতে পরে ও প্রথমে ওর ছোটদাদার বাড়িতে সবাইকে নিয়ে ওঠে এবং কাজের সন্ধান শুরু করে দেয়। এরপর একটি ছোট কাজ জোগার করে কাকিনাড়াতে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে ও সেখানে সবাইকে নিয়ে ওঠে। ওখানে থাকতে থাকতে ওর মিষ্টি ব্যবহার এবং ভালোবাসা দিয়ে অনেককেই আপন করে নিতে সক্ষম হয় এবং কিছু টিউশন্ জোগার করে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন কল-কারখানা, জুট মিল প্রত্যেক জায়গায় কাজের সন্ধানে ঘুরতে থাকে। এই করতে করতে একজন অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের চেম্বারে মাসে ৪০টাকা মাইনের কাজ জুটে যায়। প্রত্যেকদিন সকালে চেম্বার খুলে ঝারু দেওয়া, জল আনা সমস্ত রুগীদের ডাক্তারের appointment ঠিক করা এবং যাদের injection এর প্রয়োজন তাদেরকে ইন্জেকশন্ দেওয়া। ওর সুন্দর ব্যবহার এবং খুব ভালো ইন্জেকশন দিতে পারার কারনে ওকে সবাই ছোটো ডাক্তারবাবু বলে ডাকতে শুরু করে। এর বাইরে যখনই সময় মিলত সারাদিন পায়ে হেটে কোন ভালো কাজের সন্ধান করা, খিদে পেলে রাস্তার কলের জল খাওয়া এবং এত কিছুর পরে সারারাত জেগে চাকুরীর পড়াশোনা করা। ডাক্তারের কাছে সপ্তাহ শেষে ১০টাকা ধার নিয়ে রেশন নিত এবং ওই রেশন থেকে পাওয়া চাল ও গমে কোন রকম ভাবে ও, ওর দুই ভাস্তা ও বউয়ের কোন রকমে পেট চালানো। এত কপ্টের মধ্যেও ও ভাস্তাদের পড়াশোনা নষ্ট হতে দেয়নি। স্কুলে ভর্তি করে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে গেছে। পাড়ার লোকজন ওকে পরামর্শ দিয়েছে যে ওদের পরিবারে এত অভাব তো ভাস্তা দুটিকে ওরা বাদাম বিক্রি করা বা অন্য কোন কাজে লাগিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু ও কোনদিনও তাদের কথা শোনেনি এবং ভাস্তাদের পড়াশোনা ছাড়া আর কিছু করতে দেয়নি।

একদিন ট্রামে গেটের সামনে কোনরকমে ঝুলে ঝুলে কিছু দুরে একটি জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময় ঘটল চরম অঘটন। ভিড়ের ঠেলায় ওর হাত ফসকে কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায় পড়ে গেল। পিঠের স্পাইনাল কডের হাড় গেল সরে এবং ডাক্তার চিকিৎসার পরে বললেন ওকে সারা জীবন বেল্ট নিয়ে চলতে হবে এবং কোন দিনও ভারী কোন জিনিস তুলতে পারবে না বা বেশি ঝুঁকে কোনও কাজ করতে পারবে না।

যাই হোক ভগবান এত কষ্টের পুরস্কার স্বরূপ ওকে একদিন Indian Postal and Telecommunication এর একটি Call letter পাঠিয়ে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডেকে নিল। এর পর কিছুদিন অপেক্ষা করার পর অবশেষে ওর Telecommunication এ একটি স্থায়ী চাকরী জুটল। কিন্তু posting -Siliguri।

কিন্তু এতদিন ধরে না খাওয়া, না ঘুমানোর ফলে ও টাইফয়েডে পড়ল। এর কিছুদিন পরে আবার পেটের অসহ্য ব্যাথায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে ধরা পড়ল পেটে একটি বেশ বড় রকমের টিউমার। শিলিগুড়িতে ডঃ শান্তনু করের অস্ত্রোপ্রচারের পরে বেশ কিছু দিন পরে ভালো চল। ও ভাবে ওর পক্ষে এত সংগ্রাম করা সন্তব হত না যদি না ওর স্ত্রী সব সময় সমস্ত দুঃখ কন্ট ওর সাথে হাসি মুখে ভাগ না করে নিত এবং পাশে থেকে নীরবে সাহস না জোগাত - তাই ও আজ একটু সুখের মুখ দেখতে পেরেছে।

২৪

<u>ফাকতাল কাথা</u>

নরেশ চন্দ্র রায় মুদ্রণ বিভাগ

- 5) বাউ যাতোরে কনেক যা, ফাক তালিয়া কির্ত্তির বাড়ী যা, ধাও করি যাবো ঘিস করি আসিবো, যদি দেয় তাহলে আনিন না, নাদিলে কাঙ্গত করি উভিয়া আনিবো ।মই
- ২) হায় বিধি এইঠে থুনু হৈলকি, ভাতার আসিলে দিমকি, রাজার রাজ্যতো নাই বাখালীর দকানত নাই।শিলা
- ৩) তাল গুমগুম তাল গুমগুম চাকুম চুকুম রাগ, চিপিতে চিপা নাযায় জান গেলরে বাপ ।পাদন
- ৪) হিতি গেনু হুতি গেনু, গেনু মন্ডল ঘাট, এনং একেনা কৈনা দেখিয়া আসিনু এখেকিনা দাত ।কাড়ালী
- ৫) বারো হাত বাঙ্গি তেরো হাত বিচি ।পয়ালের পুঞ্জি
- ৬) ধূপ করি পৈল চুপ করি ঐল ।পাকা আম
- ৭) বত্রিশটা গছের এককিনা পাত ।জিহ্বা
- ৮) তুরুক তুরুকানির মাও নাকত দড়ি পিঠিত ঘাও।সের পাথর
- ৯) বাশ কাটিনু ঠিকিলিত ঠাকালাত বাশিলা পৈল মোর জলে, চাইর পায়ার উপুরোত নিপায়া দোপায়া নিগাইল ডালে, রাজার বেটা চাকিরী গেইসে আর আসিবে কুনকালে ।চাকর, ভৈষ, মাছ, মাদেরেঙ্গা পখি
- ১০) উপুরোত টোলোমোলো নীচতে ডোর, এই কাথা কবার নাপারিলে তোর বাপটায় চোর ।গুডিড
- ১১) হাট যাছেন তমরা পাইসা দেছি হামেরা, হামার তানে আনেন খালি চামেড়া ।পিয়াজি
- ১২) হাটতো তমরা যান পাইসা দেছি হামেরা, হামার তানে এমন জিনিষ আনিবেন ঘরটা যেন জ্বোলোলোইপুরি হয় ।মম
- ১৩) জঙ্গল থাকি নিকিলিল প্যারেত তার মাথাটা ন্যারেত ব্যারেত ।টিনা
- ১৪) উন্দি গরুর পুন্দি নাই ঘাস খায়তো গোবরে নাই ।আঠোই
- ১৫) আইগে আই ঘর আছেতো দুয়ারে নাই ।ডিমা
- ১৬) পেট মোটা মাথাসরু তায় খায় মানষি গরু।ঘর
- ১৭) হর গেল হর আসিল।নজর
- ১৮) গহিন জলের মাছ পোক্কোত করি জল খায়া, ছোলট্টোত করি চলি যায়, ডাংগার জলের মাছ ফরফরেয়া বেড়ায়।
- ১৯) উঠ বুড়া মুই বইছ ।পই
- ২০) ছোটোতে টাইটুপুর বড় হোলে ন্যাংঠা ।বাশের গাজা
- ২১) হাততে তেলতেলা পাকিলে সিন্দুর, এই কাথা কবার নাপারিলে তুই খাবো নেন্দুর ।হাড়ি
- ২২) পি পি পী নেটো দিয়া জল খায় তার নাম কি ।গেছা
- ২৩) মাইয়ার হাসি আগুন শালীর হাসি দারুন পরস্ত্রীর হাসি নিদারুন ভূতের হাসি উৎভট

- অংচং দেখিয়া ভাত খানু তোর, মাথা করালো হোক্কোসের ডেলি, দুঃখ করিলো মোর । ৩৪)
- একশ ভাই একখান সিকোই ।বাধিনী ୦୦)
- দশ ভাই পিটায়, দুই ভাই ধরে, খলকাপুরিত যায়া মরে ।উকুনি ৩২)
- তিন ভাই টেপসিয়া, তিনঠে আছে বসিয়া ।আখাটিয়া ৩১)
- খোক্কোত পানু আচ্ছেরেয়া ফেলানু ।সিয়ানি ୦୦)
- উপুরোতো খাংখাং তলতো খাংখাং, খাং খাংগে খাংগের মিতা খাংগের তলত খাং ঢুকিল ২৯) হিটা কেনং কাথা।চুয়া আর বালতি
- যার জন্য ব্যস্ত ঘাটাৎ হৈল দেখা, ছাড়িয়াও না দেয় আসিবার না দেয়।জল ২৮)
- হেকা কুদা খুদে মাটি দশখান ঠ্যাৎ তিনখান কটি ।হালবওয়া **૨**૧)
- ।মাকেড়া হিতি গেনু হুতি গেনু রাজ্যের অরা, এমন পাখি দেখি আসিনু পাখা না নেয় জোড়া ।ঘমনা ২৬)
- শুন্যতে আসে শুন্যতে যায় শুন্যতে বান্ধ্যে ঘর, ঈশ ঈশ্বর বানেয়া দিসে গাধেনাথ কমর ২৫)
- দিলেক বিধি নিলেক বিধি, দড়িঅ ছিড়িল চুয়াও মুঞ্জিল ।হাগন ২8)
- ভোকের হাসি খ্যাচ্যাকচ্যাক ।

দোষী

শন্ডু দাস, সোসিওলজি বিভাগ

জগতে ভালো মন্দ নিয়েই মানুষ। ভালো ও মন্দ দুটো বিচার হয় মানুষের কর্মের উপর। কর্ম ভালো হলে ফলস্বরূপ ভালো আক্ষা ও বিচার মেলে। আর কর্ম ভালো না করলে ফলস্বরূপ মন্দ আক্ষা ও বিচার মেলে। সেজন্যে মন্দ ব্যক্তি 'দোষী' আর ভালো ব্যক্তি 'নিদোষী' বলে বিবেচিত হয়। কেউ মন্দ কাজ করলে হয়ত নিজে বোঝে না, বা বুঝেও স্বীকার করে না ? কিন্তু আমি নিজে নিজেকে 'দোষী' বলে মনে করছি ? আমি প্রকৃত অর্থে 'দোষী' কিনা সেটা পাঠকদের বিবেচনার বিষয় ? তবে ''দশচক্রে যে ভগবান ভূত'' তার বহু উদাহরণ আপনার এতদিনে জেনে গিয়েছেন । আমি এমনই কিছু দোষে 'দোষী' । ছোটবেলা থেকেই আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছি নিজেকে ত্রুটিমুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যে । আজ ৪০ পেরিয়ে আমার মনে প্রশ্ন এলো আমি 'দোষী'। আজ তাই আমি খুবই একাকি বোধ করছি। যে একাকি আমি নিজেকে গড়ে তোলার সময়ও মনে করিনি বিভিন্ন প্রতিকুলতা থাকা সত্বেও । আজ আমার মনে হচ্ছে, তাহলে এতদিন যা করেছি তা-কি সবই ভূল। আমি নিজের জন্যে কখন চিন্তা করিনি, করেছি ''আমাকে বাদ দিয়ে সবার জন্যে ''। আজ তারই কি ফলস্বরুপ আমার এই পাওনা ? তাতে আমার এতটুকু মন্দ লাগেনি, বরং কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে যাদের আমি খুব আপন ভেবেছিলাম তারাও আজ আমায় 'প্রশ্নচিহ্নের' মধ্যে ঠেলে দিল। ছোট থেকেই বহু প্রশ্নের সম্মুক্ষীণ হয়ে আজ আমি বর্তমানে। জানিনা, 'ভবিষ্যত' আমায় আর কিসের সম্মুক্ষীণ করাবে ? অতীতে তো আমি আমার কাজের জন্যে 'দোষী', সেরুপ ভবিষ্যতে যে দায়িত্ব আমার জন্যে তৈরী হয়ে আছে সেটা পালন করতে গিয়েও কি?

এতক্ষনে আপনারা হয়ত ধৈর্য হারিয়েছেন এই ভেবে যে, এই 'আমি' ব্যক্তিটি কে ? সে কেন নিজেকে প্রকাশ না করে বারংবার 'আমি' রুপে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে ? তবে কি সে আড়ালে থেকে নিজের উপস্থিত জানান দিতে চায় ? নাকি কোন লজ্জা তাকে গ্রাস করেছে, যার জন্যে সে 'আমি' রুপে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে । যচেৎ এমন তো নয়, সে আমাদেরকে তার লেখার মধ্যে দিয়ে বুঝে নিতে বলছে 'সে' কে ? আজ আমার জীবনেও বহু প্রশ্ন এমনভাবেই উুঁকি দিচ্ছে । রবীন্দ্রনগর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণীর সেই ছোট ঘড়টিতে বাবা, মা, ও দুই ভাইয়ের সাথে বড় হয়ে ওঠা সেই ছেলেটি আজ উত্তরবঙ্গের গর্ব করার মতো প্রতিষ্ঠান (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়) এর সিনিয়ার এ্যাসিসটেন্ট পদে কর্মরত ।

আজ এতগুলো বছর পার করে এসে নিজেকে 'দোষী' মনে করার কারনগুলি আমি আমার লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠকদের অবগত করাতে চাই। এই লেখাটি লেখার কিছুদিন আগে আমার জীবনে এমন একটি ঝড় আছড়ে পড়ল যার ঝাপটা আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। তখনই আমার বিবেক আমায় জানান দিল আমি 'দোষী'। পূর্বে এমন ঘটনা ঘটলেও আমি কোনদিনো হার মানিনি। বরং সময় আমাকে 'এক পা পেছনে' ঠেলে দিলেও, আমি নিজের চেষ্টায় 'দু-পা সামনে' এগিয়ে গেছি। এভাবেই ছোট থেকে বিভিন্ন প্রতিকুলতা থাকা সত্বেও নানা সমস্যা অতিক্রম করে ছোট ছোট সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে আমি বেড়ে উঠার চেষ্টা করেছি। এবং কম বেশী সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই অর্জন করেছি। পরিসংখ্যানটা আপনারাই যোগ বিয়োগ করে আমায় জানাবেন।

বন্দ্যেপাধ্যায় সরণীর ছোট ঘড়টাতে জন্ম হলেও আমার পদবী বন্দ্যেপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে কোনটাই নয় । সমাজ নাকি পাল্টাচ্ছে ? জানিনা সেটা কতটা সত্য ? তবে মানুষের মনের চিন্তাশক্তি আজও এব্যাপারে অপরিবর্তনশীল । আজও মানুষ নিজেকে দাড়িপাল্লায় মেপে বড়, ছোট বিচার করে । যেখানে 'জন্ম' নয়, 'কর্মই' হওয়া উচিৎ মানুষের দোষ বা গুন মাপার মাপকাঠির একক । কথাটা আমরা মুখে যতই বলি না কেন, পদবী আমার যদি বন্দ্যেপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য হয় তাহলে যেন একটা মহান কর্ম তখনই সিদ্ধি হয়ে যায় । আর যদি তা না হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির জীবন নেগেটিভ মার্কস দিয়ে শুরু হয় । কথাগুলি আমি হাওয়াতে বলছি না । আমি আমার জীবনের এতগুলো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি । সকলের মধ্যে হয়ত এমন ভাবটি আছে এটা যেমন আমি বলব না, তেমনই এটাও সত্য বেশীর ভাগ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গগেণ এই নেশায় আসক্ত । এই সুরা জন্যসূত্রে যে পান নিল তিনি/তারা সমাজে অন্যদের চেয়ে আলাদা ও উচ্চবর্গীয় এই ভাবটি প্রমান করার জন্যে আপ্রান চেষ্টা করে থাকে । এবং সাফল্য পেতে বাধা এলে বিরোধীদের কটাক্ষ করতে পিছপা করতে হয় না । কখন কখন তো হেনস্তার শিকার পর্যস্ত হতে হয় এই সমস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগেনের দ্বারা ।

পরবর্তী অধ্যায় হল নিজের পরিবার, সেখানেও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আপনার পরিবার কি গঠনতন্ত্র, শিক্ষিত, অর্থশীল, সাবলীল ইত্যাদি ইত্যাদি যদি এগুলো হয় তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত, নচেৎ প্রথমতঃ আপনি বাধাপ্রাপ্ত হবেন আপনার নিজের পরিবারের কাছে, দ্বিতীয়ঃ হবেন আপনার সমাজে ছড়িয়ে থাকা দুরনীতিগ্রস্থ, অসৎ, অভদ্র, অশিক্ষিত, সামান্য শিক্ষিত, অর্থশালী, প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যক্তি/ব্যক্তিগনের দ্বারা।

যাইহোক উপরিবর্নিত দু-ধরনের সমস্যাই আমার জীবনে বর্তমান। তাই ছোট থেকে আজ পর্যন্ত আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি সমাজের সঙ্গে। এর শেষ কোথায় তা জানতে অবশ্য ভবিষ্যতকে সঙ্গী করতে হবে। হয়ত সঙ্গী হবে আমার 'দোষ' ও। 'দোষ' যখন আমার সঙ্গী একবার হয়েছে তবে তাকে আর আমি ছাড়ব না। সঙ্গীর মতো তাকে বহন করে যাব। কারন জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আজ আমি বড় ক্লান্ত ও একা। তাই এতদিন যাদের জন্যে যুদ্ধ করেছি তারাই যখন আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়েছে বা আমাকে প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, সেহেতু আগামীতে আর নতুন করে মনোবল বাড়িয়ে যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত নই। তাতে 'দোষ' শব্দটি না হয় আমার একটি উপাধি হয়ে সারাজীবন আমার নামের সাথে যুক্ত হয়ে রবে।

এই 'দোষী' উপলব্ধী আমার কেন হল সেটা জানানোই আমার এই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য । 'মা অন্ত প্রান' - এই বাক্যটি সার্থক করার জন্যে আমি সর্বদা চেষ্টা করি । সেটা আজ নয়, ছোট থেকেই । বলতে পারেন জ্ঞান হবার পর থেকেই । এই 'জ্ঞানটা' আমার বোধহয় অনেকটা আগেই হয়েছিল । নাহলে এত তাড়াতাড়ি তার 'বার্ধক্য' আসত না । উপায় নেই সমাজের সাথে দীর্ঘ লড়াই করতে হবে বলেই হয়ত কোন অদৃশ্য শক্তি আমার উপর ভড় করেছিল । আর সেজন্যই আমি অল্প বয়সেই পরিণত । আমার যারা কাছের ও শুভাকাঙ্খী তারা জানেন উপরিবর্ণিত বাক্যটি আমি মেনে চলার চেষ্টা করি । আপানারা হয়ত এতক্ষনে আমার উপর বেজায় চটেছেন এই ভেবে যে, আমি আসল কথায় না গিয়ে অন্য কথা কেন বলছি । না, বিশ্বাস করুন অন্য কথা নয় আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়েই আমি বলব । তবে আনুষাঙ্গিক কথাগুলো না বললে আপনাদের আমি আমার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরিস্কার ধারনাটা বোঝাতে পারব না । তাই আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো আমার লেখায় সংযোজন করলাম ।

- ১) আমি পারিনি জন্ম নিতে উচ্চবর্গীয় কোন পরিবারে, তাই হয়ত দোষী ?
- ২) আমি পারিনি কষ্টের মধ্যেও ভূল পথ বেছে নিতে, তাই আমি দোষী ?
- ৩) আমি শিখিনি বড়দের অসন্যান করতে, তাই আমি দোষী ?
- ৪) আমি সারা জীবন কাউকে তেল দিয়ে চলতে পারিনি, তাই আমি দোষী ?
- ৫) আমি মিথ্যা বলতে শিখিনি, হয়তো সেজন্যে দোষী ?
- ৬) আমি সততার পথ বেছে নিয়েছি, হয়তো সেজন্যে দোষী ?
- ۹) আমি মুর্খ হয়ে বাঁচতে চাইনি, হয়তো সেজন্যে দোষী ?
- ৮) আমি কারোর ক্ষতি কামনা করিনি, এ জন্যেই দোষী ?
- ৯) আমি ছোট থেকে বড় হতে চেয়েছি, এ জন্যেই দোষী ?
- ১০) সমাজে অন্যান্যদের মতো তলিয়ে যাইনি, এ জন্যেই দোষী ?
- ১১) আমি পরিবারের কথা চিন্তা করি, তাই হয়ত দোষী ?
- ১২) আমি মাতৃভক্ত, সেটাই আমার বড় দোষ ?
- ১৩) আমি নিজের মতে অবিচল থেকে লড়াই করেছি, তার জন্যে দোষী ?
- ১৪) যৌবনে উন্নিত হয়েও ছেলেখেলা করিনি, তার জন্যে দোষী ?
- ১৫) সংসারে প্রবেশ করে স্ত্রীর অমর্যাদা করিনি, তার জন্যে দোষী ?
- ১৬) জীবিকা অর্জন করতে গিয়ে প্রলোভনে পা দিইনি, তার জন্যে দোষী ?
- ১৭) সঙ্গ করিনি পাছে দোষ হয়, এর জন্যে দোষী ?

- ১৮) অর্জিত অর্থের সঠিক মূল্যায়ন করেছি, এর জন্যে দোষী ?
- ১৯) সমাজে বাকিদের মতো নয়, নিজের একটা পরিচয় গড়তে চেয়েছি, সেই অপরাধে দোষী ?
- ২০) সর্বপরি আমি আমার মত হতে চেয়েছি, 'ওরে বাবা এটাই তো ভয়ম্বর দোষ, যার জন্যে
- আমি

আজীবন দোষী'।

উপরিবর্নিত কারনগুলো যদি 'দোষী' হবার মাপক হয় তবে তো আমি সত্যিই 'দোষী' । 'দোষী' আমি একারনেও শুনেছি সবারই কিন্তু নিজে যেটা ভালো মনে করেছি সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি । এতে বেশ কিছু ব্যক্তি আমার উপড় ক্ষুন্ন আজীবন ধরে । যেমন ছেলেবেলায় কারোর উপদেশ চাইলে 'ভালোটা কম, মন্দটাই বেশী বলত, যেটা শুনে চলিনি । সে কারনে কিছু ব্যক্তি ক্ষুন্ন । ছোট থেকে বড় হতে গিয়ে খপ্পরদের কথা শুনিনি, সে কারনে খপ্পররা ক্ষুন্ন । মানুষ হয়ে জন্মেও যারা অমানুষের মতো ব্যবহার করে আজ সমাজের মাথা, তাদের সাথে দেখা হলে 'দাদা কেমন আছেন'...... জানতে চাইনি । অর্থাৎ তেল দিয়ে চলিনি, সেজন্য সেই দাদারা ক্ষুন্ন । কিছু ব্যক্তি চেয়েছিল পড়াশোনা না শিখে মুর্খ হয়ে থাকি, তা হয়নি বলে তারা ক্ষুন্ন । যৌবনে পা দিয়ে যখন মহিলাদের সংস্পর্শে আসি তখন বন্ধু হয়েই থেকেছি, বারবাড়ন্ত কিছু করিনি । সেজন্য কেউ কেউ ক্ষুন্ন । উচ্চবগীয় ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু তাদের অহংকারকে আমার অলংকার করিনি, সেজন্যে তারা ক্ষুন্ন । এমন বহু ঘটনার জন্যে সবার চোখে আজ আমি 'দোষী' ।

এসবের মাঝে উদাহরনস্বরুপ একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। তাহলে লেখাটি হয়ত আমার অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। কর্মজীবনে প্রবেশ করে এমনই এক মহিলার স্পর্শে পরিচিত হলাম। বলতে পারেন তার উদ্দ্যেগেই এটা সন্তব হল । সেও আমার মতো নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখতে পছন্দ করত। আর কাল হল সেখানেই। অফিসের সবার নজর তখন এসে পড়ল আমাদের দু-জনের উপর । কারন বাকিরা চাইত তাদের সাথেও মেয়েটি মেলামেশা করুক । কিন্তু শত চেষ্টা সত্বেও যখন তারা সফল হল না তখন তারা আমার পিছু নিল। কারন আমি তো সেই মেয়েটির মতো উচ্চবর্গীয় পরিবারে জন্ম নিয়ে লালন পালন হয়নি। সেজন্য মেয়েটির পেছনে লাগা সন্তব হবে না ভেবে, আমার প্রতি তারা সকলে মিলে অসামঞ্জস্য ব্যবহার করতে শুরু করল। যেটা সহজেই করা সহজ ও বিপরীত প্রতিক্রিয়াও তুলনামূলক কম ভেবে। এভাবে জল অনেক দুর গড়াল। তবুও বন্ধুত্ব টিকে রইল। আর আমি তো প্রথম থেকেই সচেতন ছিলাম এই ভেবে যে, ''তেল আর জল'' কখনই একসাথে মেলে না। যেহেতু সে ব্রাক্ষান সন্তান তাই বন্ধুত্ব যতই হোক সেটা একটা পরিধীর মধ্যে থাকাই ভালো । আজ হয়ত মোহের বশে আমার মতো 'সমাজের নিয়মে' পিছিয়ে থাকা ছেলেটির সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু কাল সেটা নাও থাকতে পারে ? কিন্তু ঘটনাচক্রে ঘটনাটি কিছু সময়ের জন্য অন্যই ঘটল । এসব কিছুকে তোয়াক্কা না করে মেয়েটি স্বাভাবিক নিয়মে আরো বেশি মেলামেশা শুরু করল আমার সাথে। সে যদি দু-পা আমার দিকে বাড়িয়ে দিত, তবে চার-পা পিছিয়ে থাকার চেষ্টা করতাম। এভাবে চলতে চলতে আমার জানিনা কেন যেন মনে হল মেয়েটি আমার আরো কাছে আসতে চায় ? সে এমন অনেক কথা আমার দিকে

প্রশ্নের আকারে ছুড়ে দিত যেগুলির উত্তর আমি সহজ সরল ভাবেই দিতাম। কিন্তু মেয়েটি এই প্রশ্নগুলো ছুড়ে হয়ত আমাকে যাচাই করার চেষ্টা করত ? এভাবে দীর্ঘদিন মেলামেশার পর আমি ধীরে ধীরে তার ভেতরটা পড়ার চেষ্টা করলাম। পড়তে গিয়ে আমি অবাক হলাম। পড়ার শেষে আমি জানতে পারলাম সে উচ্চকাঙ্খী, সে উচ্চবর্গীয় ও সমাজে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পায়, সে ভালো কিছু পেলেও গ্রহণ করতে পারবে না শুধুমাত্র উচ্চবর্গীয় স্ট্যাটাস মানতে গিয়ে, সে অধমকেই মেনে নেবে যদি তার পরিবারের সমকক্ষ হয় অর্থাৎ উচ্চবর্গীয় হয়। সে অন্যায়কেই ন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করতে দ্বিধাবোধ করবে না যদি তার মনমতো হয়, সে প্রতিষ্ঠিত কাউকে অবজ্ঞা করতে পারে যদি সেই ব্যক্তি তার সমাজের না হয় অর্থাৎ মেয়েটি তার সমাজের বাইরের কিছু মানবে না । সে শিক্ষিত বইয়ের কতগুলো পাতা মুখস্ত করে, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না ? সে সুন্দরী তার জন্যে গর্বিত, যেটা তার নিজের নয় ? সে অর্থ উপার্জন করে কিন্তু বাবার ক্ষমতার বলে ? সে ভালোবাসে না, প্রকৃত গুনী ব্যক্তিকে। সে ভালোবাসে, তার সমাজের ব্যক্তিদের। জানে না কর্মই মহান। এসব যখন আমি তার সঙ্গে মিশে জানতে পারলাম তখন আমি স্বেচ্ছায় তার সাথে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করলাম। এই বুঝে সে আমার কাছে জানতে চাইলো দূরত্ব বাড়াবাড় কারন ? আমি জানাতে না চাওয়ায় সে আমায় নানাভাবে বোঝাতে শুরু করল । কিন্তু আমি শেষ কোন চেষ্টা না চালিয়ে সম্পর্ক ছেদ করে দিলাম। এরপর একদিন সে দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাকে অনুরোধ করল আমি যেন বন্ধুত্বের হাত আবার বাড়িয়ে দিই । কিন্তু আমি নিরব থাকায় কালো মেঘের মতো অন্ধকার করে বৃষ্টি হবার মতো তার দু-চোঁখ বেয়ে জল গড়াতে শুরু করল। ততক্ষনে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অন্যত্র। জানিনা কখন সে আমার হাতদুটো ধরে তার বেদনার কথাগুলি আমায় জানাচ্ছিল। এমন সমস্ত ঘটনা হয়ে যাবার পরও আমি কোন সিদ্ধান্তে না আসায় আমাদের সম্পর্কে ছেদ পড়ে।

এমন বহু ঘটনার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ক্ষুন্ন আমার প্রতি । তবুও আমি কোনদিন ভেঙে পরিনি । আমার স্ত্রী কোন কোন সময়ে বলে তোমার তো এত পরিচিতি আর তুমি কোনদিন কারোর সাথে সম্পর্কে জড়াওনি এটা আবার হয় নাকি ? আমি বলি থাকলে তো জানতে পারতে বা আমিই জানাতাম । যদিও কথাগুলো মজার ছলে বলা হয়ে থাকে তবুও আমার মনে হয় তাহলে কি স্ত্রী আমার সততাকে যাচাই করছে ? তখন আবারও মনে হয় আমি 'দোষী' । খারাপ লাগে এই ভেবে যে, এত যত্ন করে নিজেকে রাখার পরও কেউ তাতে জোর করে দাগ লাগাতে চায় । অর্থাৎ তুমি যতই ভালো হও না কেন বিভিন্ন স্তরে তোমাকে পরীক্ষা দিয়ে তা প্রমাণ করে বোঝাতে হবে যে তুমি নির্দোষী । আর স্ত্রী তো বাইরের কোন লোক নয় যার সাথে আমি সংঘাতে জড়াতে পারি । খোদ ঘরের ব্যক্তি যার সাথে আমি আত্মীয়তা করেছি । তার এমন অভিব্যক্তি আমাকে প্রচন্ড আঘাত করে । কখন কখন মনে হয় ভালো থেকে তবে কি পেলাম ? এজন্যে নিজেকে বড্ড 'দোষী' মনে হয় ?

সর্বপরি আমার মা, যিনি আমার আশা, ভরসা, চাওয়া, পাওয়া, বিশ্বাস ইত্যাদি ইত্যাদি । এককথায় 'মা অন্ত ছেলে প্রান' আর 'ছেলে অন্ত মা প্রান' । সেই মা, যার কাছে গিয়ে আমি মিথ্যাটাকে

সত্য বললে সে অবিশ্বাস করবে না জানতাম। সেই মা, যাকে আমার মনের সব কথা জানিয়ে আনন্দ পেতাম। সেই মা, যা আমাকে বটবৃক্ষের মতো আগলে রেখেছে সারাটা জীবন। সেই মা, যাকে নিয়ে আমার গর্ব। সেই মা, যে সবার চেয়ে আমাকে বেশী ভরসা করে। সেই মা, যে আজও আমার সংসারে খাবার জোগান দেয়। সেই মা, যে বিশ্বাস করে আমি কোন ভূল কাজ করতে পারি না। সেই মা, যে আমার দুঃখে দুঃখী না হয়ে, ''দুঃখটাকেই'' শেষ করে দিত আমার জীবন থেকে। সেই মা, যার সন্তানকে সবাই চেনে ''মাতৃভক্ত' বলে। আজ সেই মা, আমার কাছে জানতে চাইছে...... কি হয়েছে ? সে কোন একটি পারিবারিক ঘটনার পরিপেক্ষিতে। এই যে শব্দটি 'কি হয়েছে' এটা কোন শব্দ নয়, আমার জীবনে আসা সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন বা বলতে পারেন এমন একটা 'ঝড়' যে ঝড়ে আমার জীবনের জমিয়ে রাখা মূল্যবান সমস্ত স্মৃতিগুলো ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমার জীবন থেকে বহুদুরে। নিজেকে যে নিষ্ঠার মধ্যে নিয়ে গিয়ে জীবনটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি বহু কষ্টে সমাজের বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে সেটা যেন মুহুর্তের মধ্যে ম্লান হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। তাই আজ নিজেকে বড্ড অসহায় ও একা মনে হচ্ছে। আর সত্যিই মনে হচ্ছে আমি প্রকৃত অর্থেই 'দোষী'। কারন পরিবার আমাকে যা দিয়েছে সেটা ''আমৃত্যু'' যত্ন করে রাখতে পারলাম না আমি। মাঝপথে তার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। তাই আজ অনেক কিছু থাকা সত্বেও আমি 'নিঃস্ব'। আমি একা। আমি 'অযোগ্য' আমার পরিবারে ? কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে, এমন 'দাগ' যদি প্রথম জীবনেই লেগে যেত তবে আজ আর আপশোষ হত না। নিজেকে ভিড়ের মধ্যে একা মনে হত না। আমার এতগুলো বছরের পরিশ্রম বৃথা যেত না। জীবনে শত্রু বাড়াতে হত না, যদি তাদের মতো করে চলতাম। জীবনটাকে আনন্দে ভরিয়ে রাখতে পারতাম বেপরোয়া হলে। জীবনে চলার পথটা কাঁটার মতো না হয়ে তুলোর মতো নরম হও। কারোর চিন্তা না করলে নিজে ভোগবিলাসে মত্ত থেকে জীবনের দিনগুলি আনন্দে কাটতো । হয়ত এমন করতে পারলে আজ আমি অন্যভাবে ''প্রতিষ্ঠা'' পেতাম। যেখানে লোক আমায় ভয়ে সম্মান করত, টাকার অঙ্ক কষে জ্ঞানী মনে করত, বিপদ বুঝে অন্যায় করলেও চুপ করে থাকত, কারোর কাছে কিছু চাওয়ার আগেই 'উপহার' স্বরুপ বিভিন্ন সামগ্রী আমার কাছে পৌঁছে যেত, হয়ত আমি সমাজে 'বিশেষ ব্যক্তি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতাম এবং লোক আমায় মাথায় তুলে রাখতো। এগুলো পারিনি তাই আমি আজ 'দোষী' ? আজকের সমাজ হল অন্যায়ের পূজারী আর[`]ন্যায়ের হত্যাকারী। সেজন্য বোধহয় আজ আমার প্রকৃত অর্থে 'হত্যাই' হল সমাজের সকল স্তর থেকে।

সবশেষে বলি, ভবিষ্যতে আমার কিছু দায়িত্ব আছে যেটা পালন করার চেষ্টা করব । জানিনা এতদিন যেভাবে মনযোগ ছিল তার স্থিরতা আজ বা ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে কিনা । তবে চেষ্টা করব একশো শতাংশ । জানিনা শেষটা কিভাবে শেষ করব ? তবে ভবিষ্যতে আরো কি পাওয়ার আছে তা দেখার জন্য যদি বেঁচে থাকি তবে বাকি অংশটুকু পরে পাঠককে জানিয়ে যাব । এবার পাঠকেরা বিচার করুন আমার লেখা পড়ে যে আমি কি ? আশা করি প্রকৃত মূল্যায়ন আপনারাই করতে পারবেন । আর লেখাটি যদি কোন একজন পাঠককেও আঘাত করে, তবে তার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী ।

ঐক্য পার্থ বিশ্বাস পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগ

নিশ্বাসে বিশ্বাস নেই , শ্বাসের কোনো আশ নেই তাই ভেদাভেদ ভুলে সবাই একসাথে চলে দলমত নির্বিশেষে একছত্র তলে - লাল, নীল, সবুজের ভেদাভেদ ভুলে নিজের স্বার্থ শিকেয় তুলে কর্মচারীর স্বার্থকে সামনে রেখে, সংগঠনের ঐক্যকে প্রাধান্য দিয়ে ঘর্মাক্ত সৈনিকের রক্তিম শহীদের স্মরণে জাতের বাঁধা দূরে ঠেলে ক্ষমতা লোভী অহংকারী না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির দৃষ্টিভঙ্গীর সাধনে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলাই ঐক্য ।।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধি।

<u> কার্যকরী সভার সদস্য / সদস্যা</u>

সভাপতি	:	শ্রী স্বপন দাস
সহ-সভাপতি	:	শ্রী হীরেন্দ্রনাথ বর্মন
সহ-সভাপতি	:	শ্রী বির্জূ মল্লিক
সাধারণ সম্পাদক	:	শ্রী সুমন চ্যাটাজ্জী
সহ-সাধারণ সম্পাদক	:	শ্রী গৌতম সরকার
সহ-সাধারণ সম্পাদক	:	শ্রী ইন্দ্রনীল রায়
কোষাধ্যক্ষ	:	শ্ৰী সুপ্ৰতীম ঘোষ

গ্রুপ-ডি প্রতিনিধি	:	শ্রী রমেশ সিংহ
মহিলা প্রতিনিধি	:	শ্রীমতি রঞ্জিতা রায়

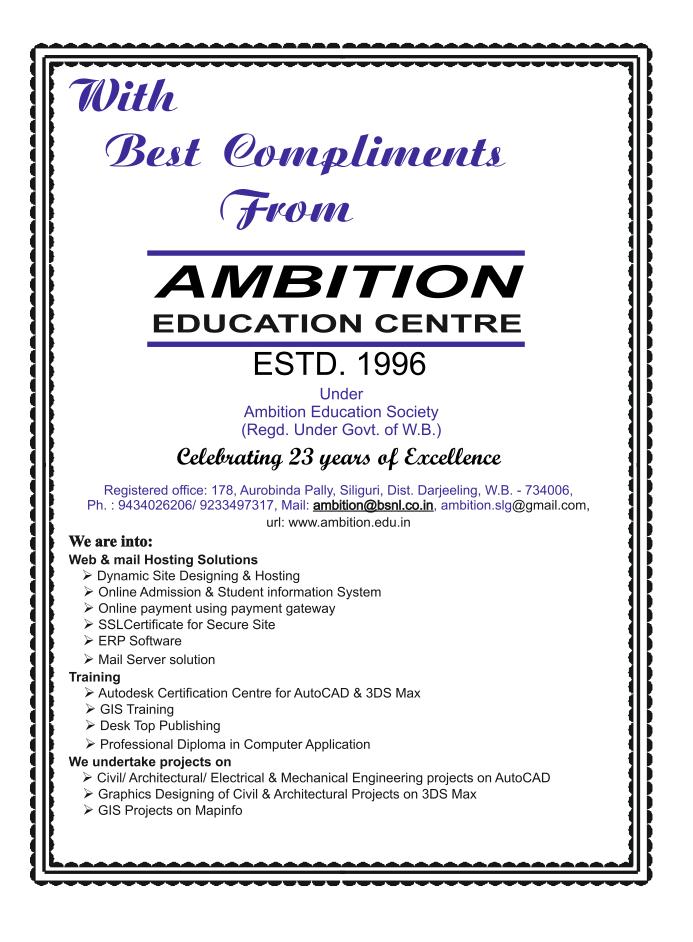
বিভাগীয় প্রতিনিধি :

- শ্রী মনোতোষ ঘোষ
- শ্রী সঞ্জয় মাহাতো
- শ্রী পিজুস কুমার ভৌমিক শ্রী বিশ্বদেব সিংহ
- শ্রী লুবাই হাঁসদা
- শ্রী আশীষ মজুমদার
- শ্রী সাধন পাল

- শ্রী প্রদীপ সরকার
- শ্রীমতি আলপনা ধর
- শ্রী মতিলাল মূর্মূ
- শ্রী সমিত মজুমঁদার
- শ্রী সমীরন দেবনাথ
- শ্রী সুমিত চক্রবর্তী
- শ্রী দীপেন সিংহ
- শ্রী ভানু বসাক







With







THE COMBINED ENGINEER'S CO-OPERATIVE LABOUR CONTRACT AND CONSTRUCTION SOCIETY LTD.

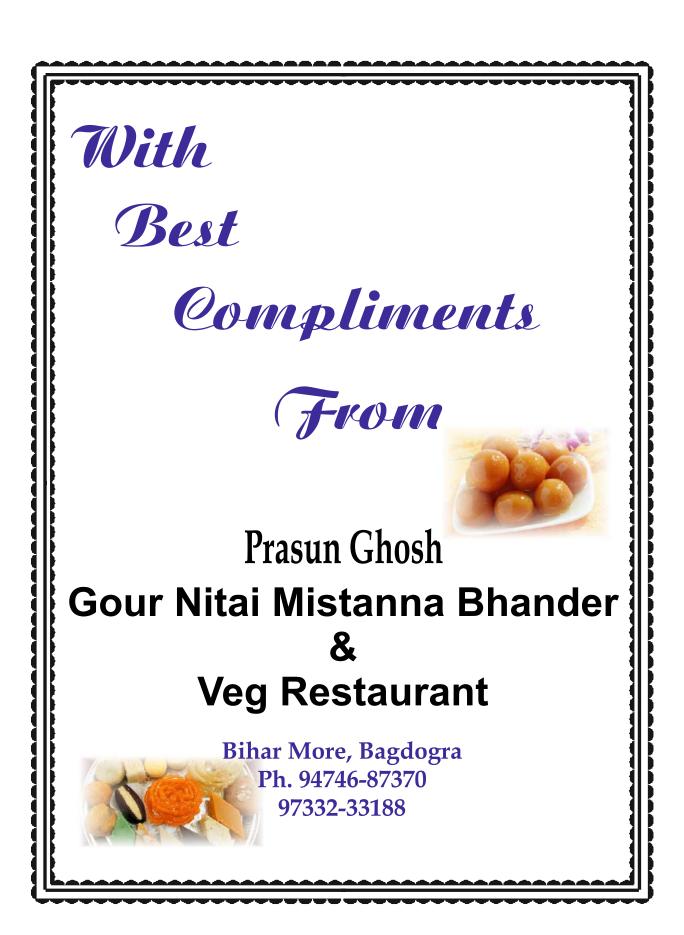
Bidhan Road, Siliguri

Mob: 94340 59700

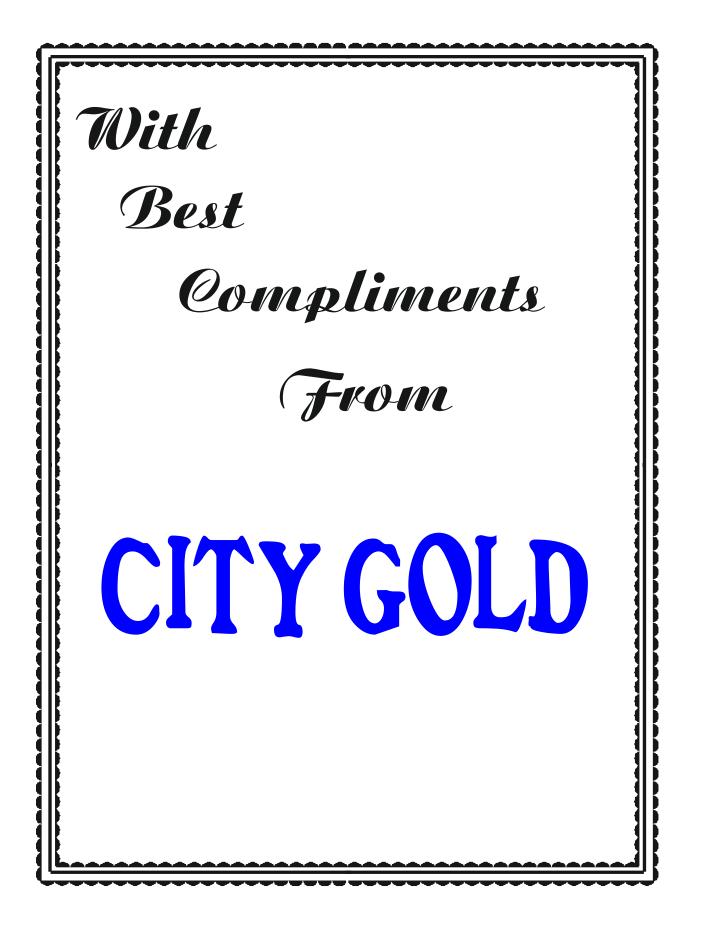


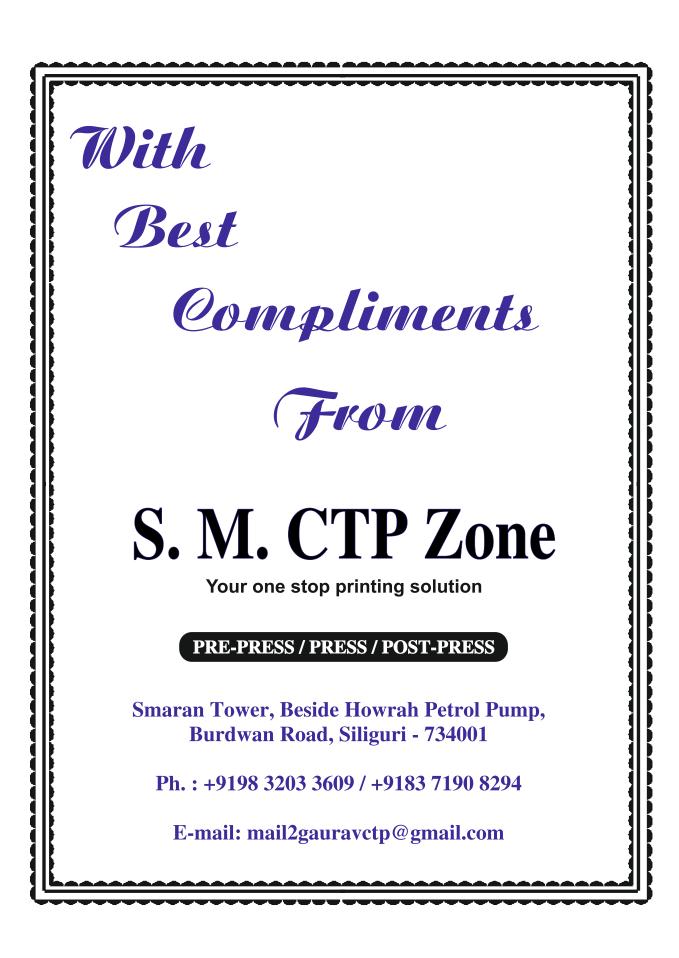


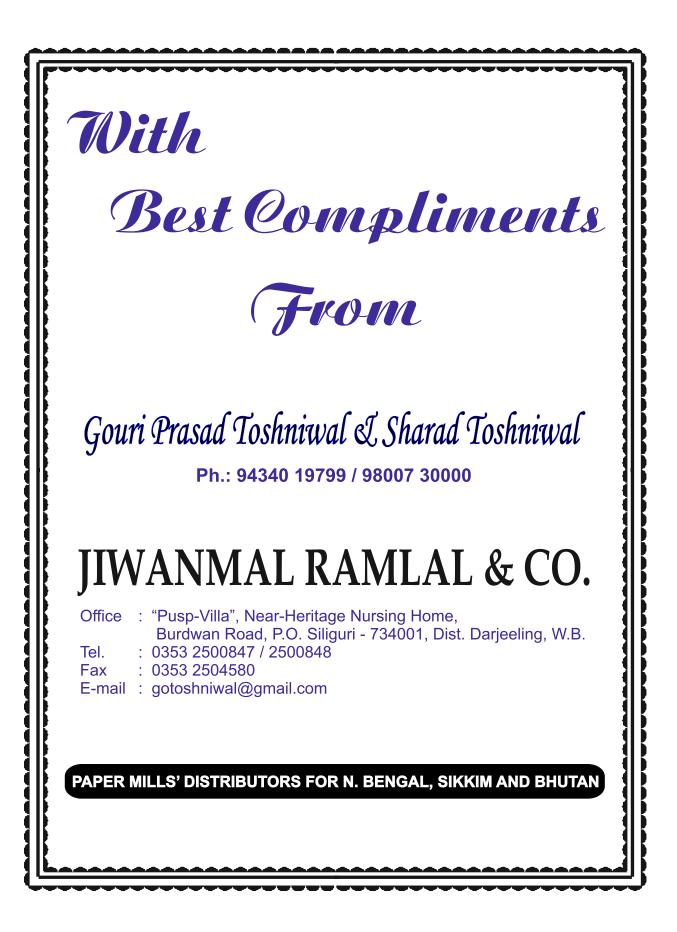


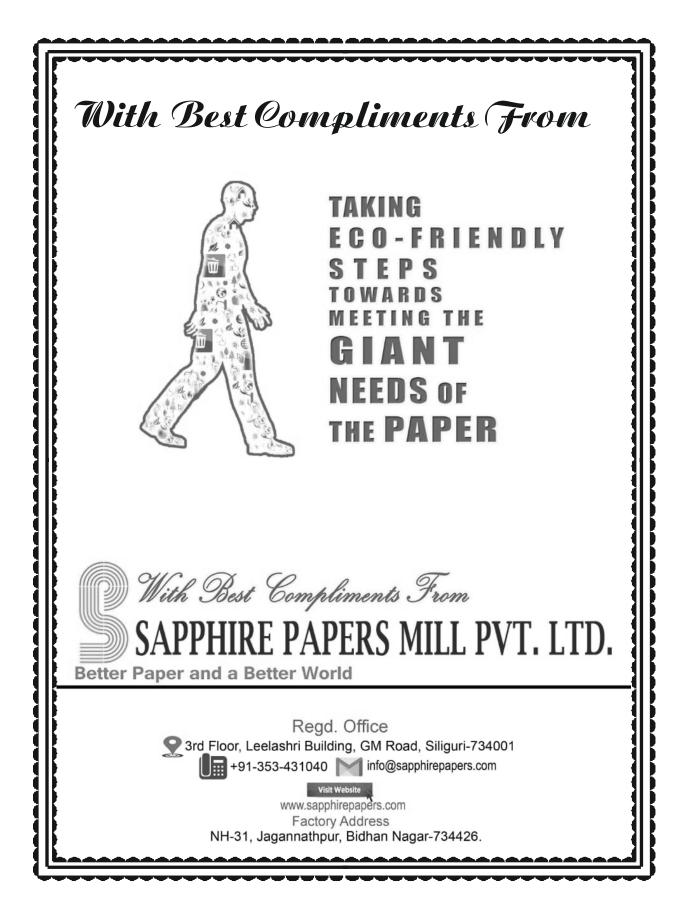


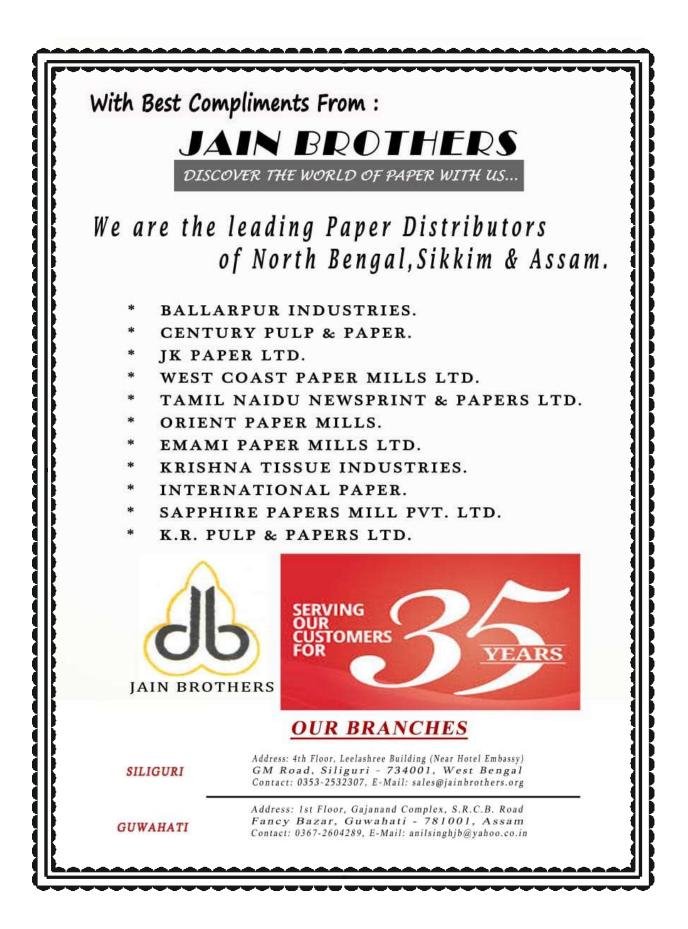


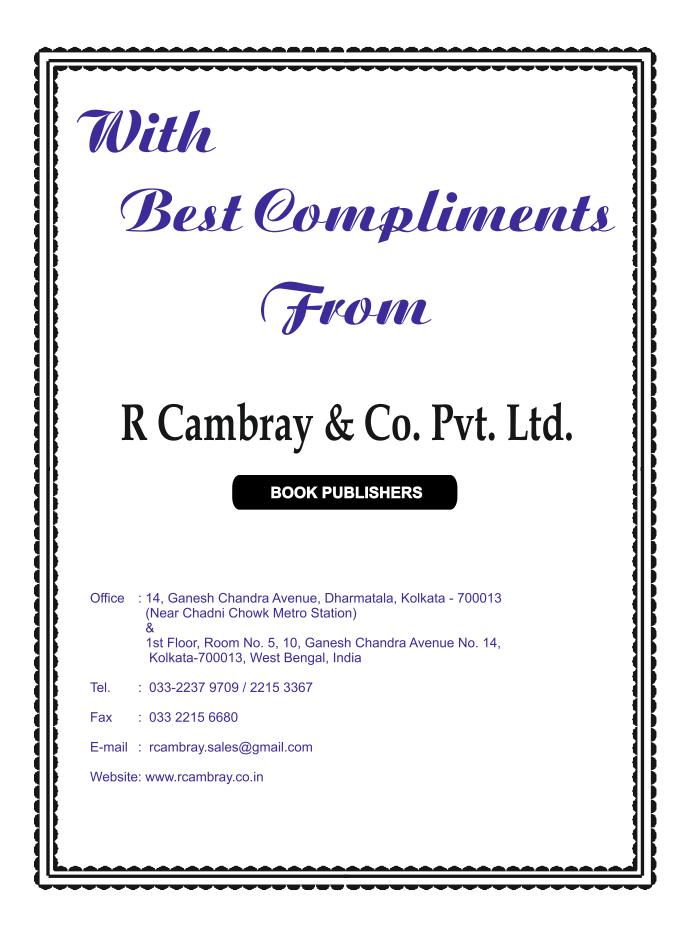






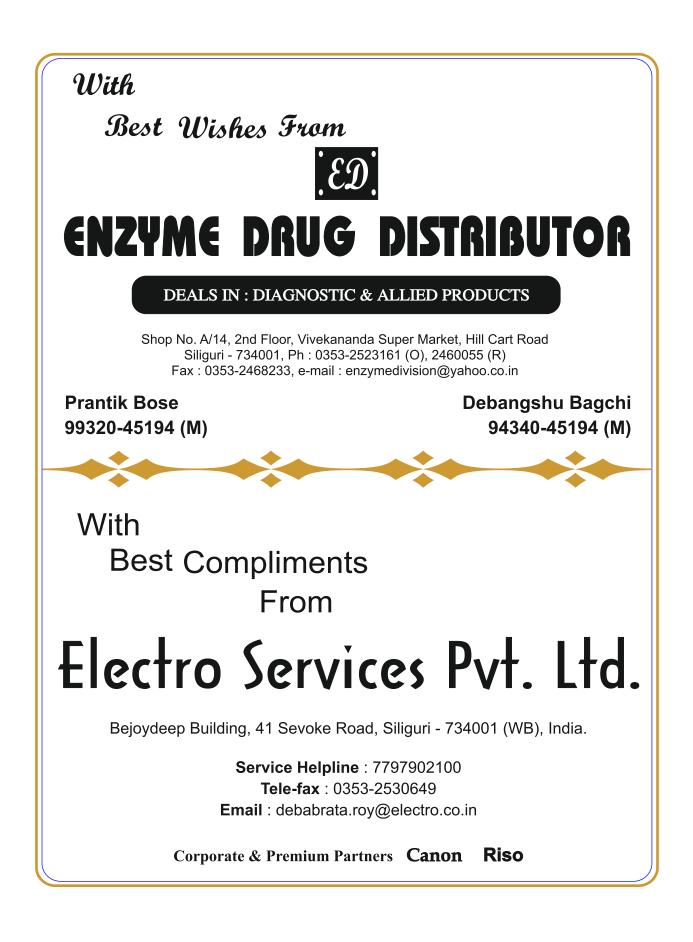




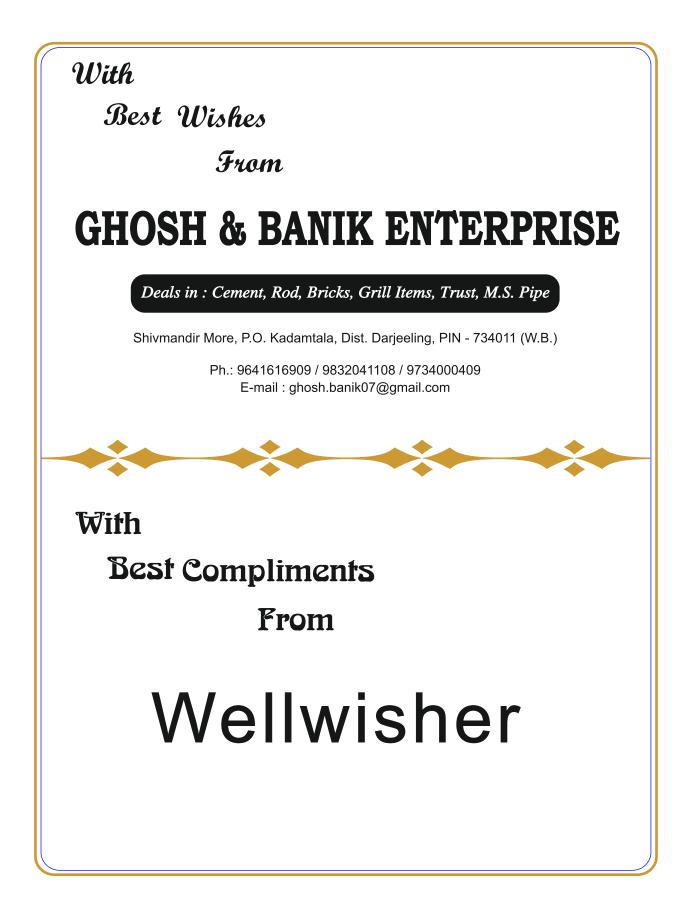


With **Best** Compliments From Dinesh Anchalia +91-93322 05185 **PARAS CORPORATI** Deals in Printing Materials **Authorised Dealer :** Avery Dennison, Technova Modak Complex, B. M. Sarani, Mahananda Para, Siliguri - 734001 Ph.: +91-79089 38198 E-mail: dineshanchalia@yahoo.in **JOY LAXMI TRADERS Deals in All type of Papers & Boards** 14/1/1A Jackson Lane Kolkata - 700001 Mob.: 9433108477 / 22434955

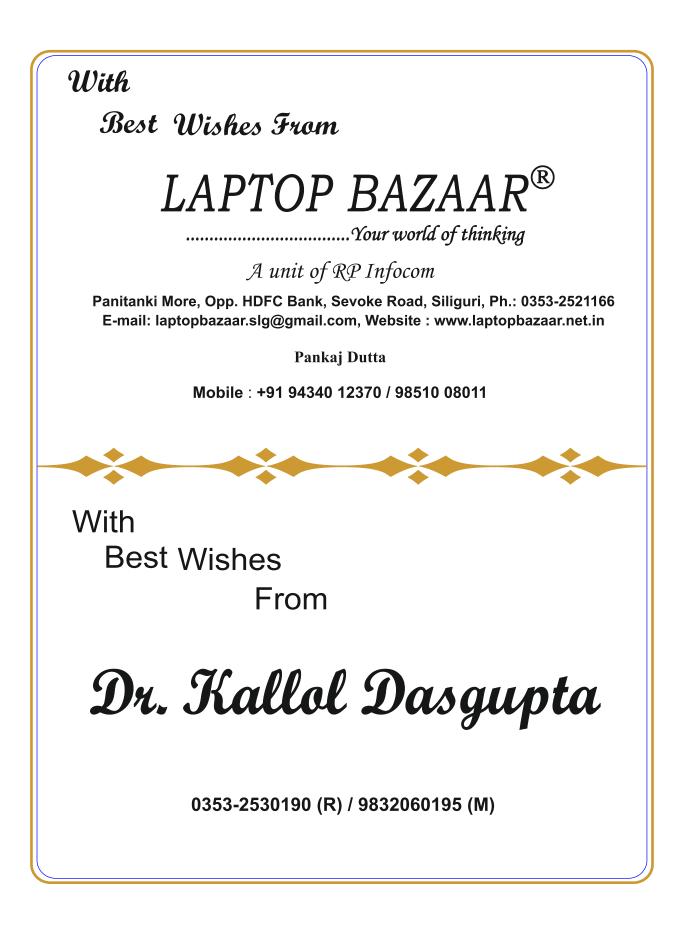












With

Best Wishes

Эгот

Jnan Bikash Bhandari

Department of Botany, NBU



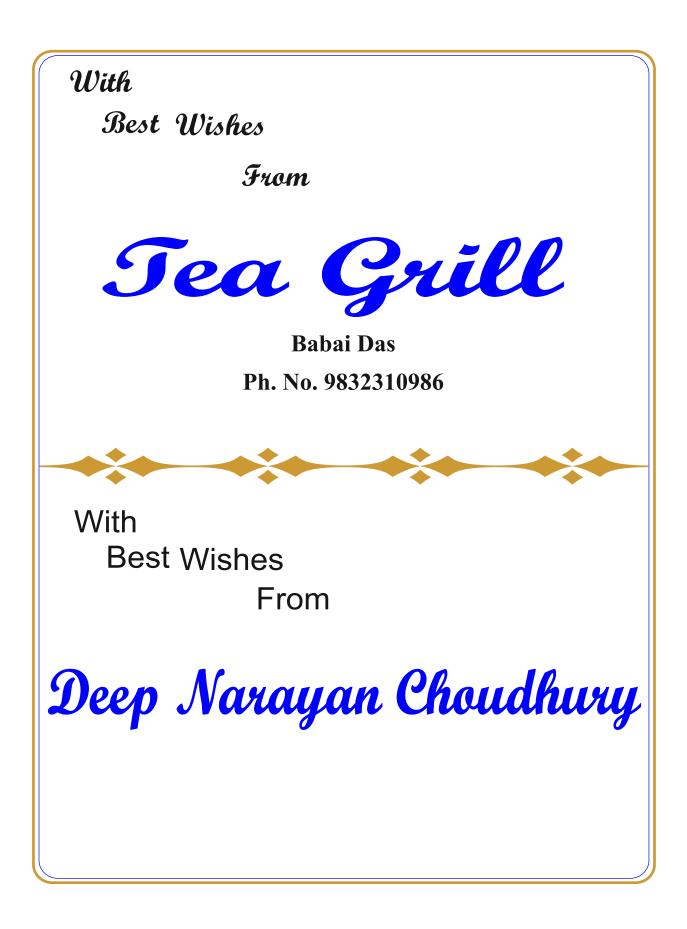
With Best Wishes From

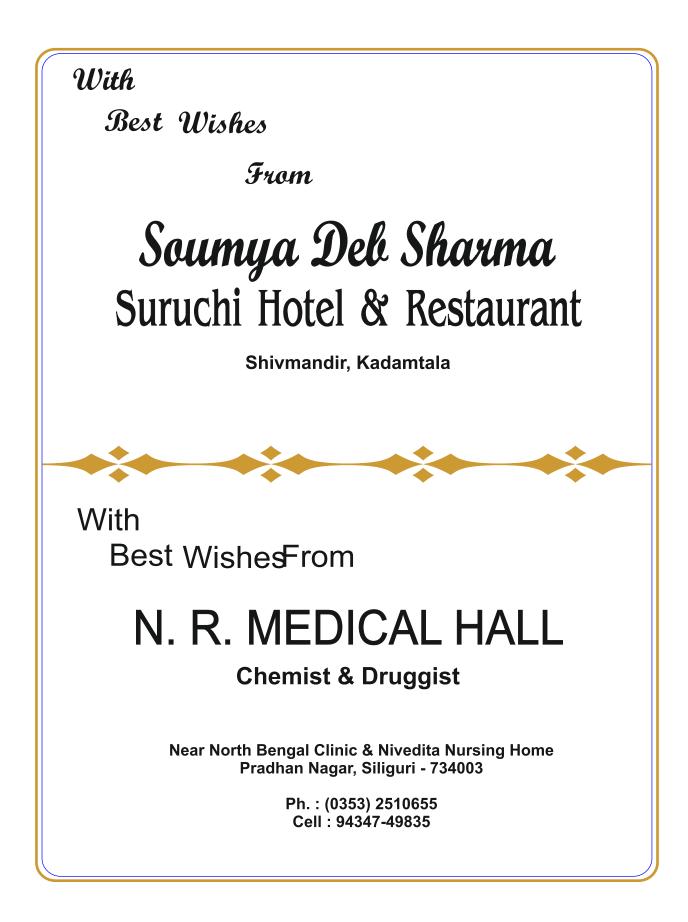
EQUIPMENTS INDIA

complete solution

For Spare Parts, Earthmoving Mining & Construction Equipment

Siliguri Office: Mile Stone Building, Gr. Floor, Shop No. 17, 18, 19 2.5 Mile, Sevoke Road, Siliguri-734001,WB Mob. No. : 98307-50401 www.equipartsindia.com Kolkata Office: 18/ Rabindra Sarani, Room No. 328 3rd Floor, Poddar Court, Gate No. 2 Kolkata - 700001, W.B. Ph. : 033-4062 2125





With

Best Wishes

From

M/s Unique Enterprise

Distributor of LPG Equipments Saktigarh, Siliguri, Dt. Darjeeling, PIN - 734005



With Best Wishes From

M/s Matri Shakti Construction

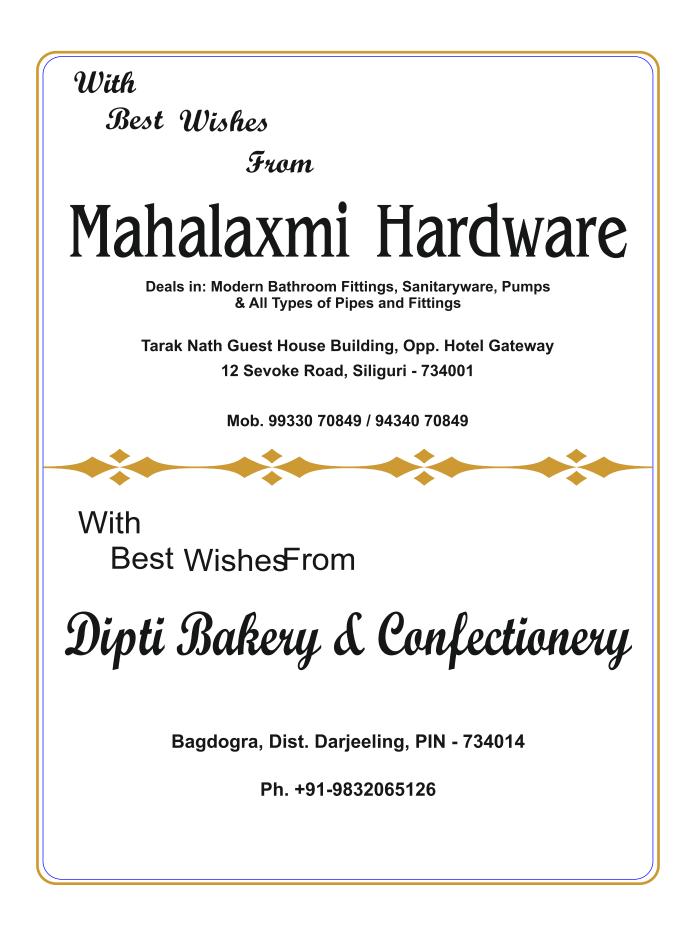
Govt. Contractor

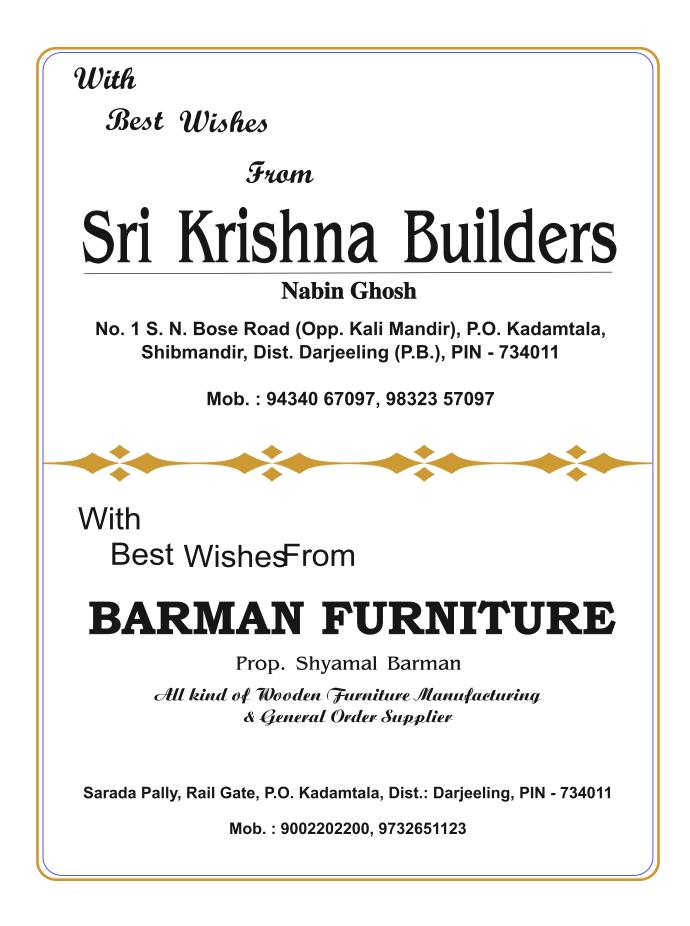
Saktigarh, Siliguri, Dt. Darjeeling, PIN - 734005











With With All Good Wishes From Best Wishes From Dr. Chandanashis Laha **BIO - NET Professor of English (Retd.) University of North Bengal** With **Best Wishes for successful Best Wishes** 14th Council Meet of From **Joint Council of Action** of University Employees, Dr. Abhijit Nag West Bengal **BDS (Bangalore)** NORTH BENGAL SMILE CARE **Jayasree Pharmacy** Wellwisher **Court More, Siliguri** Ph.: +91 - 8167678363

Mr. Debalay Ganguly

With Best Wishes From

Chemico

Deals in : Lab Chemicals, Glass Ware, Scientific Instruments, Apparatus Service: Lab Instruments & Microscope Service.

> Prop. Subham Saha M.Sc. Microbiology

Natun Para, Jalpaiguri-735101

Ph. : 9126016665, 9093429280 E-mail : chemico.jpg@gmail.com





Member of the Zonal Manager's Club for Agents

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA Siliguri Branch - II, Station Feeder Road, P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling-734005. Land No. 0353-2561966 Branch E-mail ID: bo_45e@licindia.com.

Resi. C/o Sri Nripen Das, Vivekananda Pally, Bagdogra, Dt. Darjeeling-734022. Mob.: 9932286290 E-Mail : subirdas245@yahoo.com With

Best Wishes

From

DAS HOTEL

AC & NON-AC DELUX ROOMS FOODING & LODGING

AH-02, Bihar More, P.O. & P.S. Bagdogra, Dist. Darjeeling

Ph.: 8945004035

With Best Wishes From

Sanjay Eectronics

& New Bawa Cycle Stores

Auth Dealer: Whirlpool, Sony, LG

Surinder Choudhary Hospital More, Near Marina Hotel, Bagdogra

> Cell : 8116167006, 9749137315

E-mail : surinderchoudhary567@gmail.com With Best Compliments From

Shiv Shakti Hardware Stores

Deales in: Glass, Mirror, P.V.C. Door, Ply, Sunmica, Water Proofing Chemicals and all type of Building materials

> Medical More, Shivmandir, Siliguri - 734011

Phone 0353-2580647, 95931-09545, 99338-85667, 90020-13545

E-mail shivshaktihardwarestores@gmail.com



> Suman Sarkar 9641041759 (M)

&

M/s Deep Construction 9832010818 (M) With

Best Wishes

From

Indrodip Chakroborty (Bappa)

Insurance and Finance Advisor

Mediclaim, Car, LIC, All type of Insurance, Mutual Fund Provider, Patel Road, Prodhan Nagar, Siliguri.

Ph.: 9126773373 / 7001249696

With Best Wishes From

Paritosh Gayatri Marbles

Mables, Granites, Kota Stones, Floor Tiles, Wall Tiles, Bamboo Tiles, Bath & Sanitary items etc.

NH-31, Lokenath Nagar, Bagdogra, Near Ayappa Temple

Mob. : 9679007520, 9851960501

With Best Compliments From

AS INFOSYSTEM

C/O Aninda Shankar Guha Siliguri, Hakimpara.

Mob. No. : 9832434617

Hari Prasad Singha

D. J. ENTERPRISE

Govt. Contractor & General Supplier

9641390902 (M)

With

Best Wishes

From

Kulendranath Barman

Govt. Contractor & General Supplier

94750 89465 (M)

With Best Wishes From

Pincha Computers

Basant Pincha Cell : 97490 04704 Sanjay Pincha Cell : 98320 05280

M.G. Road, Dinbazar, Jalpaiguri

Phone: 03561-229068

E-mail : pincha_computers@yahoo.co.in With Best Compliments From

Krishna Jewellers

Hallmarked, KDM, 24CT Order & Delivery

Shivmandir Bazar, Ground Floor of Andhra Bank, P.O. Kadamtala, Dist. Darjeeling

> Cell:+91 9832090601 / 7001790911

With Best WishesFrom



A fashion design house...

15, Sisir Bhaduri Sarani, Mitra Sammilani Lane Bidhan Road (Opp. Stadium), Siliguri - 01

Ph.: 0353-2524203 (S), 98324-60174



With

Best Compliments

From

RAJU KR. ROUTH

Professional LIC Insurance Advisor

Deals in:-

Investment Planning Fixed Deposit cum Insurance Health Insurance Retirement Planning Child Education Planning Policy Revival Death Claim and Policy related all issues

With

Best Compliments



Ph. No. 98320-63671

Proprietor: Chanchal Karmakar

Life Insurance Corporation Of India



GOPAL CHAKRABORTY MDRT (U.S.A) 98323 80584 99324 40392

e-mail : gchakraborty1979@gmail.com

Mr Gopal Chakraborty

I am professional LIC Insurance Advidor

HELP you to choose right plan and right investments for you helping peoples with our services like....

- Retirement Planning
- Child Education Planning
- Child Marriage Funding
- Tax Saving Plan
- Term insurance

Fixed Deposit

Investment Planning

• Helth insurance etc,

we are giving services to your old polices also. I help you regardings.... your lic policy Name change/correction Adress changePolicy revival Deth claim Lone aginst policy Policy transfer Change of nominee Change of mode Duplicate policy bond Policy surrender Neft registration, With Best

Compliments

M/S SUPARNA ELECTRICALS Govt. Licensed Electrical Contractor

"Mohanta Mansion', Swamiji Sarani, Hakimpara, Siliguri - 734001

Ph.: (0353) 2431558 (O), 2522136 (R), 94340 01508 (M)

E-mail: suparnaelectricals97@gmail.com

ENLISTED WITH MES & N. F. RAILWAY

With Best Compliments From



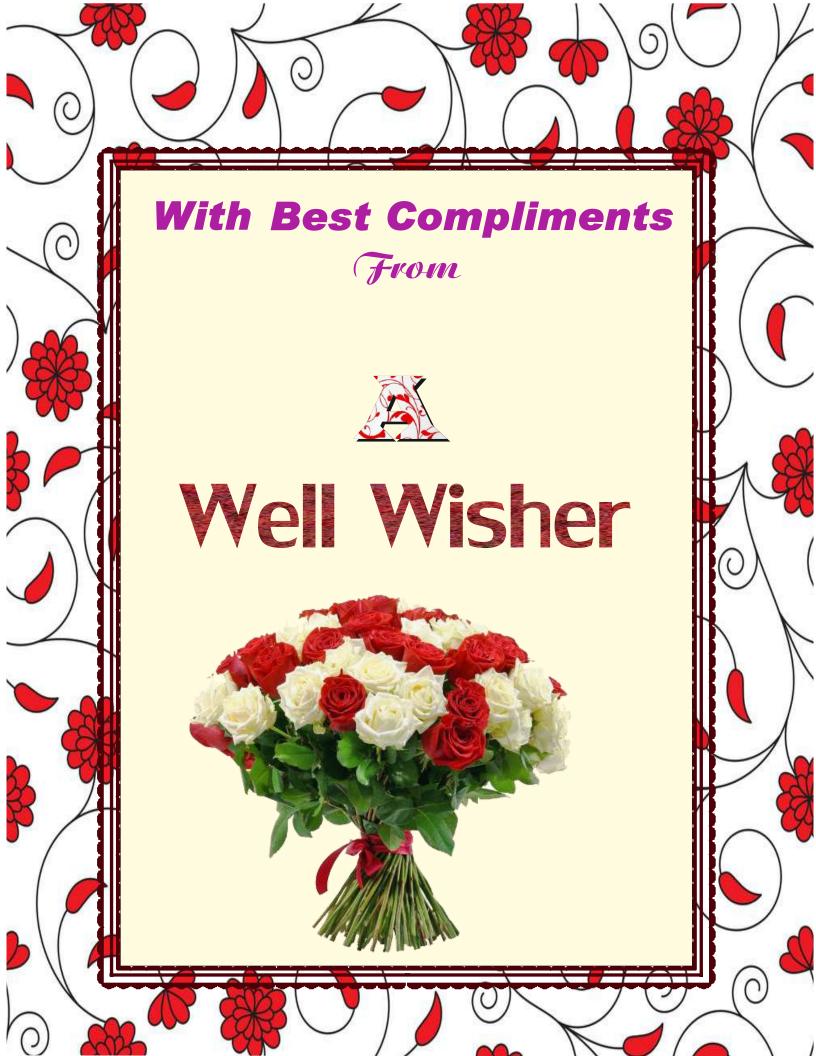
National Insurance Co. Ltd.

(A Govt. of India Undertaking)

Please contact us for Motor Insurance, Health Insurance, Householders Insurance, Personal Accident Insurance and various other General Insurance Products.

From:

Sr. Divisional Manager, National Insurance Co. Ltd. Siliguri Divisional Office Ganesh Ram Compound, Mahananda Para, Hill Cart Road, Siliguri - 734001 Phone : 8373061637 CIN : U10200WB1906GO1001713 IRDA Regn. No - 58



With Best Compliments From

SHAMBHU ENTERPRISES

Total Interior for Offices, Homes & Educational Institutions

Barun Sharma

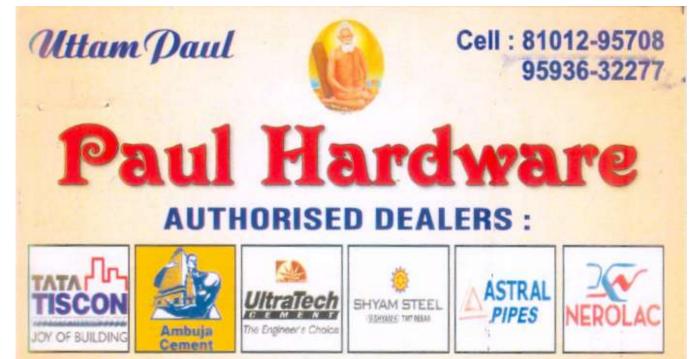
Sales Executive

+91 98000 20083 / 98320 68068

- Furniture for Offices, Homes, Schools, Colleges & Technical Educational Institutes
- False Ceiling
- Aluminium Partitions
- Twooden, Woolen & Vinyl Floorings
- General Order Supplies



With Best Compliments From



Balason Colony, Purbamath, P.O. New Rangia, Dist. Darjeeling



With Best Compliments From:

JAY BENY TRADING CO.

Authorised Distributor



PRIME GOLD STEEL & CEMENT

Authorised Dealer













Gossainpur, Bagdogra, Ph. : + 91 353 2550111, 97330 00071, 97333 96600

NORTH BENGAL UNIVERSITY EMPLOYEES' ASSOCIATION









V.I.P. TAILORS Specialist Suit Show Room

Prop. Sachin Roy

Mob.: 98008 14515

Shivmandir Bazar

Kalimoni Market Complex (1st Floor) Kadamtala, Darjeeling - 734011



